অবৈধ অভিবাসী আনয়নের কেসগুলোতে অর্থের প্রবাহ অনুসরণ সংক্রান্ত **নীতি নির্দেশিকা**

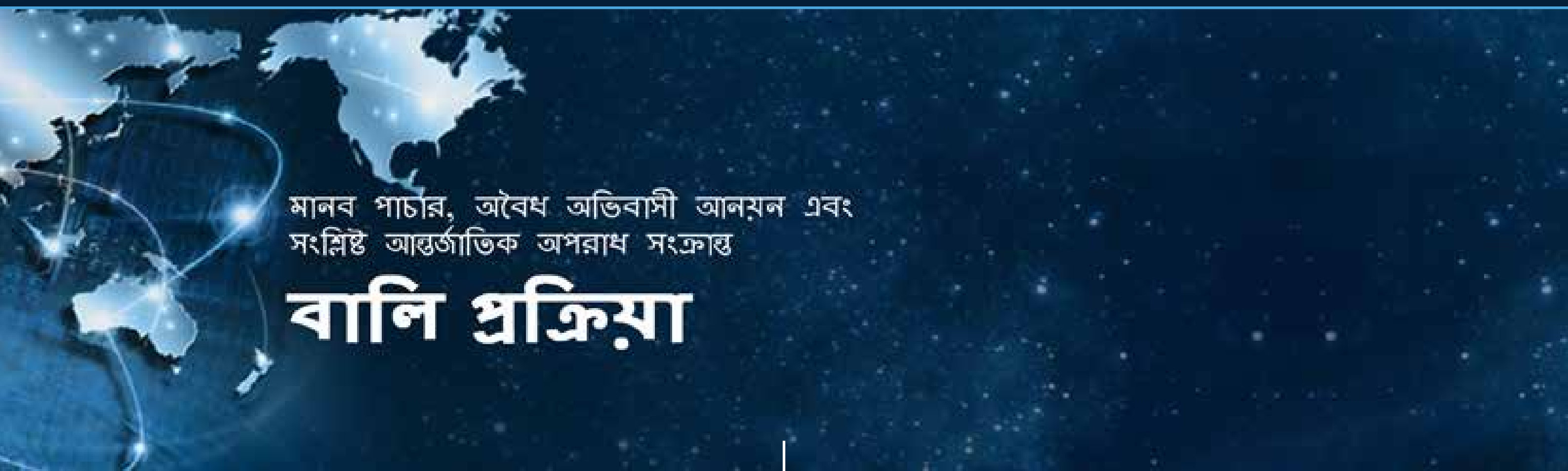

অবৈধ অভিবাসী আনয়ন সংক্রান্ত কেসগুলোতে অর্থ বিষয়ক তদন্তের পদ্ধতিগুলো ব্যবহার সম্পর্কে ব্যবহারকারীদের জন্য একটি প্রারম্ভিক নির্দেশিকা

এই নীতি নির্দেশিকাটি সেসকল দেশগুলো ব্যবহার করতে পারবে যারা বালি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে, সেইসাথে সেসকল দেশও ব্যবহার করতে পারবে যারা জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক সংঘবদ্ধ অপরাধ বিরোধী কনভেনশন (সংঘবদ্ধ অপরাধ কনভেনশন) এবং এর দুটি সম্পূরক বিধান, স্থলপথে, সমুদ্রপথে এবং আকাশপথে অভিবাসী পাচার বিরোধী বিধান; এবং মানব পাচার, বিশেষত নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ, দমন ও শাস্তি সংক্রান্ত বিধান স্বাক্ষর করেনি এবং/অথবা সমর্থন করেনি। এই নীতি নির্দেশিকায় ব্যবহৃত পরিভাষাগুলো উল্লিখিত তিনটি আন্তর্জাতিক উপাদানের সাথে যথাসম্ভব সঙ্গতি রক্ষা করবে। তবে অনুবাদের উদ্দেশ্যে, কনভেনশন এবং এর বিধানগুলোর আনুষ্ঠানিক অনুবাদকে এই নীতি নির্দেশিকায় ব্যবহৃত পরিভাষাগুলোর জন্য পয়েন্ট অব রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

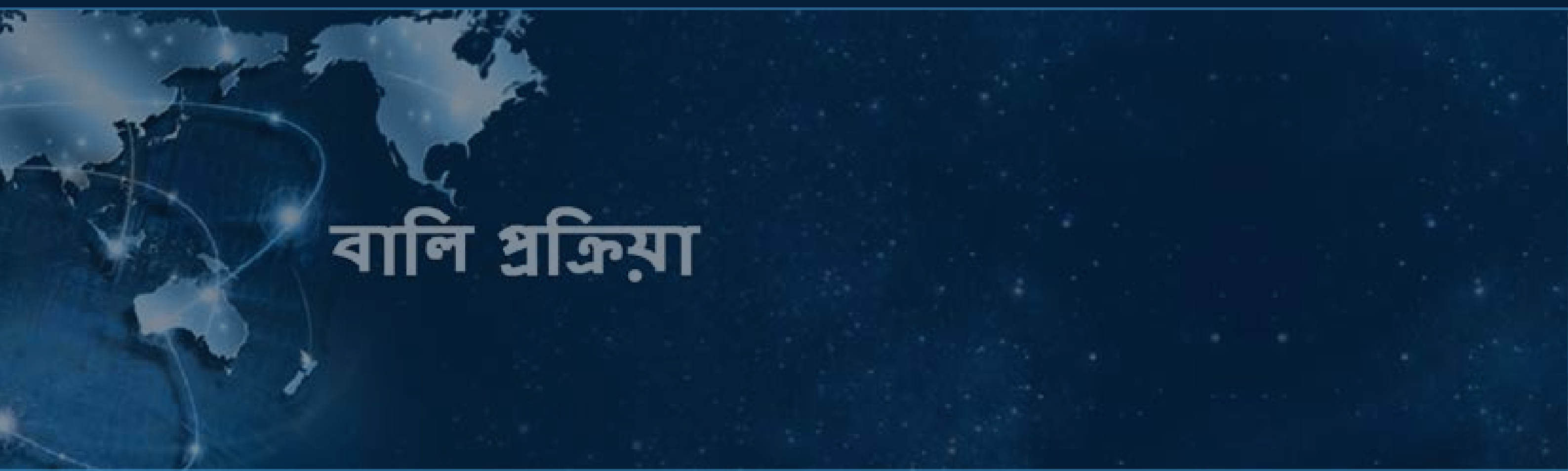

মানব পাচার, অবৈধ অভিবাসী আনয়ন এবং সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক অপরাধ সংক্রান্ত বালি প্রক্রিয়া (বালি প্রক্রিয়া) ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এটি একটি স্বেচ্ছামূলক ও বাধ্যবাধকতাহীন আঞ্চলিক পরামর্শ গ্রহণের প্রক্রিয়া যেখানে অস্ট্রেলিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া সরকার যৌথভাবে সভাপতির দায়িত্ব পালন করে এবং ৪৫টির বেশি দেশ ও সংস্থা এর সদস্য।

এই নীতি নির্দেশিকা সংক্রান্ত প্রশ্নের জন্য নিচের ঠিকানায় বালি প্রক্রিয়ার আঞ্চলিক সহায়তা কর্মকর্তার (RSO) সাথে যোগাযোগ করতে হবে:

ইমেইল: info@rso.baliprocess.net
RSO ওয়েবসাইট: www.baliprocess.net/regional-support-office
২০১৮ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত।

গ্রাফিক ডিজাইন করেছে অস্ট্রেলিয়ান সরকার স্বরাষ্ট্র বিভাগ।

কৃতজ্ঞতা

এই নীতি নির্দেশিকাটি প্রস্তুত করেছে বালি প্রক্রিয়ার সদস্যগণ, এবং এতে নেতৃত্ব দিয়েছে **বালি প্রক্রিয়ার নীতি নির্দেশিকার খসড়া প্রস্তুত কমিটি**, যা নিচে উল্লিখিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয়েছে:

ইউসফিদলি আধ্যাকশনা,
আন্তর্জাতিক সম্পদ পুনরুদ্ধার বিষয়ক ডেপুটি হেড,অ্যাসেট রিকভারি সেন্টার (PPA), অ্যাটর্নি-জেনারেলের অফিস,ইন্দোনেশিয়া (কো-চেয়ার)

কিরান বাটলার,
কাউন্সেলর (আইনী), আন্তর্জাতিক অপরাধ শাখা,
স্বরাষ্ট্র বিভাগ, অস্ট্রেলিয়া (কো-চেয়ার)

মোঃ মোসলেম আলী পিপিএম (বার),
অতিরিক্ত এসপি বিশেষ অপরাধ (পুলিশ সদর দফতর),
বাংলাদেশ পুলিশ, বাংলাদেশ

মারিয়া রোজেনি ফ্যাংকো,,
বিশেষ সহকারী,
অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য সচিবের কার্যালয়,
পররাষ্ট্র বিভাগ, ফিলিপাইন

হ্যাজেল জয় পানং,
আইন কর্মকর্তা,
অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য সচিবের কার্যালয়, পররাষ্ট্র বিভাগ, ফিলিপাইন

চন্টিকা দাওড়ুয়াং,
মোকদ্দমা বিভাগের পরিচালক
মানি লন্ডারিং বিরোধী অফিস, থাইল্যান্ড

সিরিউট উইওয়েক,
সিনিয়র তদন্তকারী, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ
মানি লন্ডারিং বিরোধী অফিস, থাইল্যান্ড

ক্রিস ব্যাট,
মানি লন্ডারিং বিরোধী এবং সন্ত্রাসবাদের কাউন্টার ফাইনান্সিং সংক্রান্ত পরামর্শদাতা জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ বিষয়ক দপ্তর

মাইকেল পেটি,
আইন প্রয়োগকারী উপদেষ্টা,
মানি লন্ডারিং বিরোধী সহায়তা দল, স্বরাষ্ট্র বিভাগ, অস্ট্রেলিয়া

রেবেকা মিলস,
সহকারী পরিচালক,
মানব চোরাচালান ও মানব পাচার বিভাগ, স্বরাষ্ট্র বিভাগ, অস্ট্রেলিয়া

এই নীতি নির্দেশিকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাগুলো **bali.process.tipwg@homeaffairs.gov.au** ঠিকানায় পাঠাতে হবে

ভূমিকা

২০০২ সালে প্রতিষ্ঠালাভের পর থেকে, মানব পাচার, অবৈধ অভিবাসী আনয়ন, এবং সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক অপরাধ সংক্রান্ত বালি প্রক্রিয়া (বালি প্রক্রিয়া) মানব পাচার, অবৈধ অভিবাসী আনয়ন, এবং সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক অপরাধের পরিণতি সম্পর্কে আঞ্চলিক পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টি করেছে, এবং প্রতিক্রিয়া কৌশল এবং বাস্তবিক সহায়তা বিকাশ ও বাস্তবায়ন করেছে। ইন্দোনেশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ার সহ-সভাপতিত্বের এই বালি প্রক্রিয়াতে ৪৮ এর বেশি সদস্য রয়েছে, যাদের মধ্যে রয়েছে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার (UNHCR), আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (IOM) এবং জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ বিষয়ক দপ্তর (UNODC), আরো রয়েছে কয়েকটি পর্যবেক্ষক দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা।

২০১৬ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ বালি প্রক্রিয়া আঞ্চলিক মন্ত্রীদের সম্মেলনে, মন্ত্রীগণ মানব পাচার এবং অবৈধ অভিবাসী আনয়নের ক্ষেত্রে আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে করা মানি লন্ডারিংকে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে ফৌজদারি ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন, এবং সুপারিশ করেন যে মানব পাচার সংক্রান্ত বালি প্রক্রিয়া ওয়ার্কিং গ্রুপ (ওয়ার্কিং গ্রুপ) যেন এই বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে এবং আঞ্চলিক নির্দেশিকা প্রস্তুত করে। পরবর্তীতে ২০১৬ সালের মে মাসে, ওয়ার্কিং গ্রুপ বালি প্রসেস ফলোয়িং দ্যা মানি ফোরাম এর আয়োজন করে, যেখানে প্রস্তাব করা হয় যে ওয়ার্কিং গ্রুপ একটি আঞ্চলিক নীতি নির্দেশিকা (নীতি নির্দেশিকা) এবং মানব পাচার সংক্রান্ত মামলায় অর্থ বিষয়ক তদন্তের পদ্ধতি ব্যবহার বিষয়ক সংশ্লিষ্ট ট্রেইনিং মডিউল প্রস্তুত করবে।

২০১৬ সালের মে মাসে, এর দ্বিতীয় বার্ষিক বৈঠকে ওয়ার্কিং গ্রুপ এই প্রস্তাব নিয়ে সামনে অগ্রসর হতে সম্মত হয় যা ২০১৬-১৭ *এর জন্য ফরোয়ার্ড ওয়ার্ক প্ল্যান* এর অধীনে করা হবে এবং নির্দেশিকাটির খসড়া তৈরির জন্য ইন্দোনেশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়া সরকারের সহ-সভাপতিত্বে একটি খসড়া প্রস্তুতকারক কমিটি গঠন করে। অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড এর অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং এবং মানব পাচার বিষয়ক বিশেষজ্ঞগণ এবং জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ বিষয়ক দপ্তর (UNODC) এর সমন্বয়ে এই খসড়া প্রস্তুতকারক কমিটি গঠিত হয়।
এই নির্দেশিকার খসড়া সংস্করণ বালি প্রক্রিয়ার সদস্য এবং পর্যবেক্ষকগণের লিখিত মন্তব্যের জন্য সরবরাহ করা হয় এবং ২০১৭ সালের ২৩-২৪ মে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত বালি প্রক্রিয়া পরামর্শ কর্মশালায় পূর্ণরূপে আলোচিত হয়। পরবর্তীতে নির্দেশিকাটি চূড়ান্ত করা হয় এবং ২০১৭ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত বালি প্রক্রিয়া এড হক গ্রুপ সিনিয়র কর্মকর্তাদের বৈঠকে অনুমোদিত হয়।

এই নির্দেশিকাটি স্বেচ্ছামূলক, বাধ্যবাধকতাহীন এবং বালি প্রক্রিয়া সদস্য রাষ্ট্রে মানব পাচারের তদন্ত ও বিচারের জন্য দায়বদ্ধ আইন ও বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের জন্য একটি রেফারেন্স টুল হিসাবে ব্যবহারের জন্য।

আদ্যক্ষরা ও শব্দ সংক্ষেপ

ARIN-AP	অ্যাসেট রিকভারি ইন্টেরাএজেন্সি নেটওয়ার্ক – এশিয়া প্যাসিফিক
ASEAN	অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথইস্ট এশিয়ান নেশনস
Bali Process	মানব পাচার, অবৈধ অভিবাসী আনয়ন এবং সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক অপরাধ সংক্রান্ত বালি প্রক্রিয়া
FATF	দ্যা ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স
FIU	ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট
ILO	আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা
IOM	ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন
MOU	সমঝোতা স্মারক
NGO	বেসরকারি সংগঠন
সংঘবদ্ধ অপরাধ কনভেনশন	আন্তর্জাতিক সংঘবদ্ধ অপরাধের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের কনভেনশন
RSO	বালি প্রক্রিয়ার আঞ্চলিক সহায়তা অফিস
মানব পাচার সংক্রান্ত বিধান	মানব পাচার, বিশেষত নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ, দমন এবং শাস্তি প্রদান সংক্রান্ত জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক সংঘবদ্ধ অপরাধের বিরুদ্ধে কনভেনশনের সম্পূরক বিধান
UN	জাতিসংঘ
UNHCR	শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের হাই কমিশনার
UNODC	জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ বিষয়ক দপ্তর

সূচীপত্র

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ ৪

সেকশন ১: যৌক্তিক ব্যাখ্যা ৬

১.১ ‘অর্থকে অনুসরণ করা’ বলতে কী বুঝায়? ৬

১.২ অর্থকে কেন অনুসরণ করা হয়? ৬

১.৩ মানব পাচার এর মূল্য কত? ৭

১.৪ চিন্তা-ভাবনার একটি নতুন উপায় — সুযোগ এবং চ্যালেঞ্জ ৭

১.৫ কেস স্টাডি ৮

সেকশন ২: আইনি কাঠামো ৯

২.১ আন্তর্জাতিক মানদন্ড ৯

২.২ ব্যাপক মানি লন্ডারিংয়ের অপরাধ ৯

২.৩ কার্যকর সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ কাঠামো ১০

২.৪ কোন সম্পদগুলো নিয়ন্ত্রণ ও পুনরুদ্ধার করা যায়? ১১

সেকশন ৩: অবৈধ অভিবাসী আনয়নের সাথে জড়িত মানি লন্ডারিং পদ্ধতি ১২

৩.১ কিভাবে মানি লন্ডারিং করা হয়? ১২

৩.২ মানি লন্ডারিংয়ের সাধারণ পদ্ধতি ১৩

৩.৩ মানব পাচারের কেসগুলোর ক্ষেত্রে মানি লন্ডারিং ১৪

সেকশন ৪: ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটসমূহ (FIU): ১৫

৪.১ সরকার কিভাবে মানি লন্ডারিং ক্রিয়াকলাপ চিহ্নিত করে? ১৫

৪.২ FIUs কী করে? ১৬

৪.৩ কিভাবে আপনার FIU আপনার তদন্তকে সহায়তা করতে পারে? ১৬

৪.৪ কেস স্টাডি ১৮

সেকশন ৫: তদন্ত ২০

৫.১ আর্থিক তদন্ত কী? ২০

৫.২ অর্থ কিভাবে এবং কোথায় সরিয়ে নেয়া হয়েছে তা আপনি কিভাবে দেখাবেন? ২০

৫.৩ তথ্য প্রমাণ একত্রিকরণ ২১

৫.৪ কেস স্টাডি ২৪

সেকশন ৬: আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ২৫

৬.১ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কেন গুরুত্বপূর্ণ? ২৫

৬.২ আর্থিক তদন্তের সহায়তার উদ্দেশ্যে সাধারণভাবে ব্যবহৃত আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ধরনসমূহ ২৫

৬.৩ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়সমূহ ২৬

সেকশন ৭: নতুন পেমেন্ট পদ্ধতিসমূহ ২৮

সেকশন ৮: পরামর্শসমূহের সারসংক্ষেপ ২৯

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

মানব পাচার করা গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত একটি গুরুতর অপরাধ। এটি সংঘবদ্ধ অপরাধের অন্যতম লাভজনক ব্যবসায়িক মডেলও বটে। এটি বিশ্বব্যাপী অবৈধ আয়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎস হিসেবে অনুমান করা হয়, কেবল মাদক পাচার একে ছাড়িয়ে গেছে।[১] আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ধারণামতে জবরদস্তিমূলক শ্রম এবং মানব পাচার বিশ্বব্যাপী বছরে ১৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি খাত।[২]

ক্রমবর্ধমানভাবে মানব পাচারের ব্যাপকতা এবং এর গুরুতর প্রভাব প্রকাশ হওয়ার পরও বিশ্বব্যাপী শাস্তি প্রয়োগের মাত্রা কম রয়ে গেছে। অর্থের প্রবাহ অনুসরণ করা অবৈধ মুনাফার প্রবাহ চিহ্নিত করতে, অপরাধী ও ভুক্তভোগীদের শনাক্ত করতে, মামলা পরিচালনায় সহায়ক হবে এমন প্রমাণ সংগ্রহ করতে, এবং অপরাধীদের নেটওয়ার্ককে অবৈধ মুনাফা অর্জন থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে সম্পদ জব্দ করতে সাহায্য করবে। এই নীতি নির্দেশিকাটিতে 'অর্থকে অনুসরণ' পদ্ধতি—মানি লন্ডারিং বিরোধী এবং সম্পদ পুনরুদ্ধার কৌশলের সাহায্যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতিক্রিয়া জোরদার করার উপায় নির্দেশিত হয়েছে।

ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (FATF) এর নির্দেশনা অনুযায়ী এবং বিভিন্ন জাতিসংঘ কনভেনশন অনুযায়ী মানি লন্ডারিং এর বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং মামলা পরিচালনা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এগুলোর মধ্যে রয়েছে মানি লন্ডারিং সংক্রান্ত বিস্তৃত অপরাধের জন্য আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং অপরাধলব্ধ মুনাফা আটকে রাখা, জব্দ করা এবং বাজেয়াপ্ত করার জন্য কার্যকরী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

এই নীতি নির্দেশিকাটি বালি প্রক্রিয়ার সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত মানি লন্ডারিং এর প্রক্রিয়া এবং অপরাধী নেটওয়ার্কগুলোর ব্যবহৃত প্রচলিত পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করে। 'অর্থের প্রবাহ অনুসরণ' প্রক্রিয়ায় ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটগুলো (FIUs) যে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে তা অনুধাবন করতে পেরে এই নির্দেশিকাটিতে আইনী ও বিচারিক সংস্থাগুলোর সাথে FIUs এর সহযোগিতা বৃদ্ধির টিপস সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়াও এই নির্দেশিকাটিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ব্যবস্থা ব্যবহার, এবং সর্বোত্তম প্রচলন সংক্রান্ত পরামর্শ এবং কেস স্টাডিসহ অর্থ সংক্রান্ত তদন্ত পরিচালনার মূল ধাপসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।

এই নির্দেশিকাটি মানব পাচারের অপরাধের সাথে লড়াই করার জন্য কর্তাব্যক্তিরা যে টুলকিট ব্যবহার করছে তা সম্প্রসারণে সহায়ক রেফারেন্স হিসেবে সরবরাহ করা হয়েছে, যেখানে এই অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে তুলে ধরা হয়েছে যে এই অপরাধ মুনাফার জন্যই করা হচ্ছে। এটি বালি প্রক্রিয়ার জন্য একটি নতুন লক্ষ্য, এবং এটি আন্তর্জাতিক অপরাধকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য এবং অপরাধীদের কাছে যেটি সবচেয়ে বেশি মূল্যবান—তাদের মুনাফাকে লক্ষ্য বানানোর জন্য অর্থ বিষয়ক তদন্তের পদ্ধতি ব্যবহার করার গুরুত্ব বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত হওয়ার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।[৩]

১ http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1016&context=forcedlabor
২ http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_243391.pdf
৩ উদাহরণস্বরূপ, FATF, FATF-এর মতো আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ এবং রাষ্ট্রসমূহকে মানব পাচার এবং আধুনিক দাসত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট অর্থের প্রবাহ বাধাগ্রস্ত করার প্রচেষ্টা জোরদার করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহিত করে ২০১৬ সালের ২০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ এটির সর্বপ্রথম রেজোল্যুশন (২৩৩১) ইস্যু করে।

সেকশন ১: যৌক্তিক ব্যাখ্যা

১.১ ‘অর্থকে অনুসরণ করা’ বলতে কী বুঝায়?

অর্থ হচ্ছে সংঘবদ্ধ অপরাধের প্রাণ। সময়ের সাথে সাথে অপরাধ আরো জটিল এবং আন্তর্জাতিক ধরনের হয়ে উঠেছে, এবং অপরাধীরা অপরাধের মুনাফা লুকিয়ে রাখতে নিত্য নতুন উপায় খুঁজে বের করছে। প্রতিক্রিয়াস্বরূপ, আইনী ও বিচারিক সংস্থাগুলো গুরুতর ও সংঘবদ্ধ অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপের সাথে লড়াই করতে ক্রমশ ‘অর্থকে অনুসরণ’ করার পদ্ধতি বেছে নিচ্ছে। এক্ষেত্রে একটি অপরাধের অর্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মনোযোগ দেয়া হয়।

অর্থ বিষয়ক তদন্ত হচ্ছে যেকোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা ব্যবসার অর্থ-সম্পদ সংক্রান্ত তদন্ত। অর্থ বিষয়ক তদন্তের মূল লক্ষ্য হচ্ছে অপরাধীদের চিহ্নিত করা এবং বিচারের আওতায় আনা এবং অপরাধলব্ধ সম্পদ পুনরুদ্ধার করার চূড়ান্ত লক্ষ্য নিয়ে সন্দেহ করা অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপ চলাকালীন অর্থের প্রবাহ শনাক্ত করা এবং রেকর্ড করা। অর্থের উৎসসমূহ, সুবিধাভোগী, কখন অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে, এবং কোথায় সেটি সংরক্ষণ বা ডিপোজিট করে রাখা হয়েছে, এগুলোর মধ্যের যোগসূত্র থেকে অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়।

‘অর্থ অনুসরণ’ পদ্ধতির দুটি মূল উপাদান রয়েছে: অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং কৌশল এবং সম্পদ পুনরুদ্ধারের পদ্ধতিসমূহ। মানি লন্ডারিং হচ্ছে অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থের পরিচয়, উৎস, মালিকানা অথবা গন্তব্য লুকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে অপরাধলব্ধ অর্থ নিয়ে ডিল করার ফৌজদারি অপরাধ। সম্পদ পুনরুদ্ধার হচ্ছে সকল প্রকার অপরাধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে তদন্ত করা, সম্পদ জব্দ করা এবং বাজেয়াপ্ত করা।

১.২ অর্থকে কেন অনুসরণ করা হয়?

অন্যান্য সংঘবদ্ধ অপরাধের মতোই মানব পাচারের নেটওয়ার্কগুলো নানাবিধ মানি লন্ডারিং কৌশল ব্যবহার করে তাদের মুনাফার বেআইনী উৎস লুকিয়ে রাখে এবং সফলভাবে তাদের ব্যবসা চালিয়ে যায়। তাই, মানব পাচার সংক্রান্ত কেসগুলোয় ‘অর্থ অনুসরণ’ পদ্ধতি গ্রহণ করার কিছু সুবিধা রয়েছে।

- মানব পাচারের সাথে সংশ্লিষ্ট অর্থের প্রবাহ চিহ্নিত করা তদন্তকারীদের একটি অপরাধী নেটওয়ার্কের সদস্য ও ভুক্তভোগীদের শনাক্ত করতে এবং বিচারিক কাজের জন্য সহায়ক প্রমাণাদি সংগ্রহ করতে সাহায্য করে।
    - এটি ভুক্তভোগীদের সাক্ষ্য প্রদানের উপর নির্ভরতা কিছুটা কমিয়ে আনতে সাহায্য করে।
    - এছাড়াও এটি কোনো বেআইনী নেটওয়ার্কের মূল সদস্য এবং সুবিধাভোগী, কারা লাভবান হয়, কিন্তু অপরাধ থেকে নিজেদের আড়াল করে রাখে, তাদের চিহ্নিত করতে সাহায্য করে।
- মানি লন্ডারিং অপরাধ মানব পাচারে জড়িত অপরাধীদের বিরুদ্ধে বিচারিক কার্য পরিচালনার আরেকটি সুযোগ করে দেয়। এটি তখন কাজে লাগে যখন মানব পাচারের অপরাধের বিরুদ্ধে সফলভাবে বিচারিক কার্য পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত প্রমাণ থাকে না। এটি অন্যান্য অর্থ সংক্রান্ত বিধিমালা লঙ্ঘনের কথাও উন্মোচিত করতে পারে।
- লব্ধ সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণের ফলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে, যেসব অপরাধী কারাভোগ করতে এই আত্মবিশ্বাস নিয়ে রাজী হয়ে যায় যে তারা ছাড়া পাওয়ার পর তাদের অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফা তাদের জন্য লভ্য হবে, তাদেরকে নিরুৎসাহিত করবে।
- মানব পাচার থেকে অর্জিত অর্থ বাজেয়াপ্ত করার ফলে প্রাপ্ত মুনাফা পুনরায় অপরাধমূলক কর্মকান্ডে বিনিয়োগ করা বাধাগ্রস্ত হয় এবং সেই সম্পদ পাচার-বিরোধী প্রচেষ্টার উন্নয়নে এবং ভুক্তভোগীদের সহায়তা করতে ব্যবহার করা যায়।
- দোষী সাব্যস্ত না করে সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার কৌশল বাস্তবায়ন[৪] মানব পাচারসহ বৃহৎ পরিসরের অপরাধের ফলাফলে উল্লেখযোগ্য উন্নতির কারণ হতে পারে। এই পদক্ষেপগুলোর মাধ্যমে রাষ্ট্র কোনো অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা ছাড়াই সেসব ব্যক্তিদের নিশানা করার সুযোগ করে দেয় যারা অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপ থেকে মুনাফা অর্জন করে কিন্তু নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখে।

৪ দুটি উপায়ে অপরাধলব্ধ সম্পদ পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে: দোষী সাব্যস্ত করে পুনরুদ্ধার, যার মাধ্যমে কোনো অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পদ সেই অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করার পর পুনরুদ্ধার করা হয়; এবং দোষী সাব্যস্ত না করে পুনরুদ্ধার (বা সিভিল), যার মাধ্যমে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত না করেই অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্টতা থাকার সন্দেহে সম্পদ জব্দ করা যায় এবং পুনরুদ্ধার করা যায়।

১.৩ মানব পাচার এর মূল্য কত?

মানব পাচার একটি লোভনীয় ব্যবসা যা বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। ২০১৪ সালে, আন্তর্জাতিক শ্রম দপ্তর (ILO) আনুমানিক ধারণা দেয় যে মানব পাচার এবং দাসত্ব থেকে প্রতি বছর অর্জিত অবৈধ মুনাফার পরিমাণ ১৫০.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।[৫] এই মুনাফার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ—৯৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার—এসেছে জোরজবরদস্তিমূলক যৌন সেবা খাত থেকে।[৬] গৃহকর্মী নন এমন শ্রমিকদের শোষণ করে অর্জিত মুনাফার পরিমাণ ৪৩.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং গৃহকর্মীদের শোষণের ফলে অর্জিত মুনাফার পরিমাণ ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই মুনাফা এশিয়ায়, অধিকাংশ ভুক্তভোগী যেখান থেকে আসেন, সেখানে মুনাফা সর্বোচ্চ ছিল। উন্নত দেশগুলোতে প্রত্যেক ভুক্তভোগীর বিপরীতে বার্ষিক মুনাফার পরিমাণ সর্বোচ্চ ছিল (প্রত্যেক ভুক্তভোগী থেকে আনুমানিক ৩৪,৮০০ মার্কিন ডলার)।

১.৪ চিন্তা-ভাবনার একটি নতুন উপায় – সুযোগ এবং চ্যালেঞ্জ

এতদিন মানব পাচারের অপরাধ মোকাবেলার ক্ষেত্রে অপরাধ সাব্যস্ত করার প্রতি মনোযোগ দেয়া হয়েছে, অপরাধ থেকে অর্জিত এবং অপরাধের জন্য বিনিয়োগকৃত সম্পদের দিকে নয়।[৭] অপরাধীদের ক্রিয়াকলাপের সাথে সংশ্লিষ্ট অর্থের প্রতি মনোযোগী হওয়ার ফলে বেশ কিছু সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু কিছু চ্যালেঞ্জও সৃষ্টি হয়েছে। মূল ইস্যু হচ্ছে মানব পাচারের মামলাগুলোর ক্ষেত্রে সফলতাকে কি দিয়ে সংজ্ঞায়িত করা হবে সে ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করা, এধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য যে সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা ভূমিকা রাখতে পারে এবং মানি লন্ডারিংকে বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিকল্প পথ হিসেবে ব্যবহার করা যায়, এ বিষয়টির স্বীকৃতি দেয়া।

পরামর্শ

অবৈধ অভিবাসী আনয়ন নেটওয়ার্কগুলোতে পাচারকে ব্যাহত করার জন্য পুনরুদ্ধারকৃত সম্পদ ও মানি লন্ডারিংয়ের অপরাধের ব্যবহারের পরিসংখ্যান সংগ্রহ করুন। অবৈধ অভিবাসী আনয়নের ক্ষেত্রে আপনার স্টেটের সাড়াদানের জন্য এগুলোকে পারফরম্যান্স সূচক হিসেবে বিবেচনা করুন।

পরামর্শ

আপনার সংস্থার সকল স্তরে টেক-আপ উৎসাহিত করতে অবৈধ অভিবাসী আনয়ন তদন্তে 'অর্থের অনুসরণ' পদ্ধতির গ্রহণের জন্য উচ্চ-স্তরের প্রশিক্ষণ সাহায্য সরবরাহ করুন। উদাহরণস্বরূপ, উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এই পদ্ধতির পক্ষে জনসমর্থনের বিবৃতি প্রকাশ করতে পারেন।

আরেকটি বিষয় হলো পাচার-বিরোধী এবং অর্থ-পাচার বিরোধী কমিউনিটিগুলো প্রায়শই বিচ্ছিন্ন হয়ে কাজ করে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো অবৈধ অভিবাসী আনয়ন সম্পর্কিত আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য প্রায়শই অসচেতন হয়ে থাকেন বা প্রশিক্ষিত নন এবং আর্থিক তদন্তকারীদের অবৈধ অভিবাসী আনয়ন সম্পর্কে ব্যবসায়ের মডেল, বাজার ও অবৈধ তহবিল স্থানান্তরের প্রক্রিয়াগুলোতে বিস্তারিত জ্ঞানের অভাব থাকতে পারে। এই দৃষ্টিকোণগুলো একত্রিত করে অবৈধ অভিবাসী আনয়নের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে, তবে সাংগঠনিক তথ্য শেয়ার না করার প্রথা ভেঙে ফেলার জন্য স্টেটের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি প্রয়োজন। সচেতনতা বাড়ানো ও সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রমগুলো এই পদ্ধতিকে কাজে লাগানোর জন্য স্টেট ও তাদের এজেন্সিগুলোকে সহায়তা করা প্রয়োজন।

পরামর্শ

মানব পাচারের মামলাগুলোর পূর্ণ তদন্ত নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সব এজেন্সিগুলোর (যেমন পুলিশ, আইনজীবী, এবং FIUs) দক্ষতাকে একত্রিত করতে পারে এমন কার্যকরী কৌশল প্রয়োগ করুন।

---

৫ স্টেট আরোপিত জোরপূর্বক শ্রম অন্তর্ভুক্ত নয়

৬ *মুনাফা ও দারিদ্র্য: জোরপূর্বক শ্রমের অর্থনীতি, পৃষ্ঠা* ১২–১৩

৭ মানব পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য মানি লন্ডারিং বিরোধী আইনের সাহায্য নেয়া (২০১৪), অফিস ফর সিকিউরিটি এন্ড কোঅপারেশন ইন ইউরোপ (OSCE)) https://www.osce.org/secretariat/121125?download=true

মানব পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে মানি লন্ডারিং বিরোধী কৌশল আরো ভালোভাবে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার প্রয়োজন হবে, যাতে অর্থ সংক্রান্ত মামলা সম্পর্কিত তথ্যাদি নির্বিঘ্নে বিনিময় করা যায়। মানব পাচার সংক্রান্ত তদন্তগুলো মানি লন্ডারিং এর জন্য ব্যবহৃত আন্তর্জাতিক সহযোগিতার নেটওয়ার্ক থেকে উপকৃত হতে পারে, যেমন FIUs গুলোর মধ্যে তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে। মানব পাচারের সাথে সংশ্লিষ্ট অর্থ-সম্পদ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী হিসেবে রাষ্ট্রকে বেসরকারি খাতের সাথেও অংশীদার হয়ে কাজ করতে হবে।

১.৫ কেস স্টাডি

২০১৫ সালের ১লা মে, সেনাবাহিনী ও পুলিশের একটি যৌথ টাস্কফোর্স থাই-মালয়েশিয়া সীমান্তের কাছাকাছি সংখলা প্রদেশের সাদাও ডিস্ট্রিক্টে একটি পরিত্যক্ত ক্যাম্পে অন্তত ৩০টি লাশ আবিষ্কার করে। একটি সন্দেহভাজন মানব পাচার ও চোরাচালানের নেটওয়ার্ক সম্পর্কে তদন্তে পুলিশকে সহায়তার উদ্দেশ্যে, এই কেসের সাথে সম্পর্কিত অর্থ সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপের বিষয়ে তদন্ত করার জন্য রয়্যাল থাই পুলিশ থাইল্যান্ডের ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, থাই অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং অফিস (AMLO) এর সাথে যোগাযোগ করে।

AMLO এর আর্থিক লেনদেনের রেকর্ডের ডাটাবেস ব্যবহার করে AMLO এর কর্মকর্তারা ওয়্যার ট্রান্সফার (দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উভয়), বর্ডার কারেন্সি রিপোর্ট, সন্দেহজনক লেনদেনের রিপোর্ট, নগদ লেনদেনের রিপোর্ট, এবং সম্পত্তির লেনদেনের রিপোর্ট অনুসন্ধান করেছেন।

তাদের ডাটাবেসে অনুসন্ধান করার পাশাপাশি, AMLO AMLO এর অধীনস্ত অন্যান্য সংস্থার বিভিন্ন ধরনের তথ্য চেয়ে অনুরোধ জানিয়েছে, যেমন:

- বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে অ্যাকাউন্টধারীদের বিবরণ এবং গ্রাহকদের লেনদেনের বিবরণ (অ্যাকাউন্টের স্টেটমেন্টসহ)
- থাই ভূমি অফিস থেকে, জমির মালিকানা, অধিগ্রহণ, এবং সন্দেহভাজনদের সাথে সম্পর্কিত বিক্রয়ের রেকর্ডগুলো
- থাই ট্যাক্স রাজস্ব অফিস থেকে মামলার মূল সন্দেহভাজনদের কর-প্রদানকারীর স্থিতি সম্পর্কিত রেকর্ড, তাদের ঘোষিত আয়ের রেকর্ডসহ, ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক ট্যাক্স প্রদানের রেকর্ড, এবং ঘোষিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা, এবং
- বিজনেস ডেভেলপমেন্ট বিভাগ থেকে ঠিকানা, শেয়ারহোল্ডার ও আর্থিক প্রোফাইলসহ চিহ্নিত ব্যবসায়ের সাথে সংযুক্ত কোম্পানি ও ব্যক্তিদের বিবরণ।

ব্যাংকের স্টেটমেন্ট ও ওয়্যার ট্রান্সফার বিবরণ ব্যবহার করে, AMLO মামলায় গ্রেপ্তারকৃত সন্দেহভাজনদের কাছ থেকে অতিরিক্ত মূল সন্দেহভাজনদের নিকট আর্থিক লেনদেনের অনুসন্ধান করতে সক্ষম হয়েছিল। এর মাধ্যমে দেখা যায় যে থাইল্যান্ডের অভ্যন্তরে সরাসরি অ্যাকাউন্ট ট্রান্সফারের মাধ্যমে গ্রেপ্তারকৃত সন্দেহভাজনদের কাছ থেকে নতুন সন্দেহভাজনদের নিকট অর্থ স্থানান্তরিত হচ্ছিল। AMLO তখন প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিল যে নগদ কুরিয়ার ও অবৈধ রেমিটারসহ অন্যান্য অর্থপ্রদানের পদ্ধতিগুলো থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়ার মধ্যে অর্থ স্থানান্তর করতে ব্যবহৃত হয়েছিল। AMLO রয়্যাল থাই পুলিশ থেকে আর্থিক ও গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করে এবং বিশদ তহবিল স্থানান্তর বিশ্লেষণ শুরু করে এই লেনদেনগুলো একত্রিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

আর্থিক তদন্ত ও গোয়েন্দা তথ্য ব্যবহার করে চিহ্নিত মূল সন্দেহভাজনদের মধ্যে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, অপরাধী নেটওয়ার্কের সন্দেহভাজন সংগঠক, প্রাদেশিক প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন প্রধান, একজন মেয়র এবং একজন উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়ী ছিলেন। সন্দেহভাজনদের বিরুদ্ধে মানব পাচার ও মানি লন্ডারিংয়ের অপরাধের জন্য অভিযোগ আনা হয়েছিল। AMLO এই অপরাধগুলোর সাথে সম্পর্কিত অবৈধ মুনাফা বাজেয়াপ্ত করার জন্য আদালতের আদেশও চেয়েছিল।

এই কেসটি থেকে দেখা যায় যে কিভাবে আর্থিক তদন্তের পদ্ধতিগুলো অপরাধীদের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক ও প্রমাণ এবং তাদের মধ্যকার সম্পর্কগুলো উদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছিল, যা অন্যথায় তদন্তকারীদের জন্য লভ্য হতো না।

সেকশন ২: আইনি কাঠামো

২.১ আন্তর্জাতিক মানদন্ড

ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (FATF) হলো ৩৭-সদস্যের একটি আন্ত-সরকারী সংস্থা যা মানি লন্ডারিং সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বিধিবিধান নির্ধারণ করার, এবং বিভিন্ন দেশ কিভাবে সেগুলো বাস্তবায়নের কার্য সম্পাদন করে তার মূল্যায়ন করার দায়িত্বপ্রাপ্ত।[৮] এছাড়া জাতিসংঘের বেশ কিছু কনভেনশন রয়েছে যেখানে মানি লন্ডারিং এবং অপরাধের বিচার করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কিছু দায়বদ্ধতা রয়েছে।[৯] এই বিধানগুলোয় প্রধান যে বাধ্যবাধকতা বর্ণিত হয়েছে তা হলো মানি লন্ডারিং অপরাধের জন্য বিস্তৃত পরিসরে আইন প্রয়োগ, এবং অপরাধলব্ধ সম্পদ আটক, জব্দ এবং বাজেয়াপ্ত করার জন্য কার্যকর আইন প্রতিষ্ঠা করা।

২.২ ব্যাপক মানি লন্ডারিংয়ের অপরাধ

আন্তর্জাতিক মান মেনে চলার জন্য, বিস্তৃত অর্থপাচারের আইনের যা করা উচিত:

- মানি লন্ডারিং প্রক্রিয়ার সমস্ত পর্যায়গুলোকে অবৈধ করা
- অবৈধ অভিবাসী আনয়নসহ সম্ভাব্য অপরাধের বিস্তৃত ভিত্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা,[১০]
- অপরাধমূলক আচরণের পূর্বাভাস দেওয়া ছাড়াও মানি লন্ডারিংকে পৃথক অপরাধ হিসেবে তদন্ত করার ক্ষমতা প্রদান
- সম্পত্তিটি অপরাধের আয় হিসাবে প্রমাণিত হওয়ার সময় সম্ভাব্য অপরাধের দন্ডাজ্ঞা থাকা জরুরি নয় বিষয়টি নিশ্চিতকরণ
- আইনি ব্যক্তিদের জন্য অপরাধমূলক দায়বদ্ধতা প্রয়োগ করা (উদাহরণস্বরূপ, কোম্পানিগুলো)
- যেকোনো ধরনের সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা, তার মূল্য যাই হোক না কেন, যা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে অপরাধের আয় তুলে ধরে,
- অন্য দেশে সংঘটিত ঘটনার বিষয়ে তদন্ত সম্প্রসারিত করা, যদি সেই ঘটনাটি বিদেশে অপরাধ হিসেবে স্বীকৃত হয় এবং স্বদেশের ক্ষেত্রে এটি একটি অপরাধের ভিত্তি হতে পারে, এবং
- নিশ্চিত করা যে মানি লন্ডারিংয়ের অপরাধ প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় অভিপ্রায় ও জ্ঞান বস্তুনিষ্ঠ তথ্যগুলো থেকে বোঝা যায়।

পরামর্শ

মানি লন্ডারিংকে প্রমাণ করার জন্য, মূল উপাদানগুলো হলো যে ব্যক্তি এই অর্থ লেনদেন করেছিল তার **জানা ছিল** বা **সন্দেহ করা উচিত ছিল** যে এটি একটি অপরাধ থেকে উদ্ভূত, বা অপরাধ সংঘটনে ব্যবহার করার উদ্দেশ্য ছিল।

৮ FATF সুপারিশগুলোর সাথে প্রযুক্তিগত সম্মতি মূল্যায়ন করার জন্য FATF প্রস্তাবনা ২০১২ ও ২০১৩ FATF মেথডোলজি এবং AML/CFT সিস্টেমের কার্যকারিতা দেখুন।

৯ এর মধ্যে রয়েছে: *নারকোটিক ড্রাগস ও সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্স পাচারের বিরোধী জাতিসংঘ কনভেনশন ১৯৮৮ (ভিয়েনা কনভেনশন)*, *ট্রান্সন্যাশনাল অর্গানাইজড ক্রাইম বিরোধী কনভেনশন* ২০০০ (UNTOC বা পালেরমো কনভেনশন), এবং *দুর্নীতি বিরোধী জাতিসংঘ কনভেনশন* ২০০৩ (UNCAC)।

১০ সম্ভাব্য অপরাধ একটি কার্যক্রম যা অন্য ফৌজদারী অপরাধের জন্য অন্তর্নিহিত সংস্থান সরবরাহ করে। উদাহরণস্বরূপ মানব পাচার ও অবৈধ অভিবাসী আনয়ন হলো সম্ভাব্য অপরাধ যা মানি লন্ডারিং বা অর্থ সন্ত্রাসের তহবিল সরবরাহ করতে পারে।

পরামর্শ

মানি লন্ডারিং ও সম্ভাব্য অপরাধ পৃথকভাবে বিচার করা যায় তা নিশ্চিত করুন। যেসব ক্ষেত্রে সম্ভাব্য অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যায় না (যেমন অবৈধ অভিবাসী আনয়ন) তবে যেখানে মানি লন্ডারিংয়ের প্রমাণ রয়েছে সেখানে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা পৃথকভাবে মানি লন্ডারিংয়ের অপরাধকে লক্ষ্য করতে সক্ষম হবেন।

২.৩ কার্যকর সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ কাঠামো

সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ বা সম্পত্তি পুনরুদ্ধার হলো অপরাধের আয়ের তদন্ত, অস্থায়ী নিয়ন্ত্রণ, বাজেয়াপ্তকরণ ও ব্যবস্থাপনা। বাজেয়াপ্তকরণ দোষী সাব্যস্ততার ভিত্তিতে হতে পারে (বাজেয়াপ্ত হবার আগে ফৌজদারি কার্যবিধিতে কোনো অপরাধীকে দোষী সাব্যস্ত করা আবশ্যক) বা দোষী সাব্যস্ত না হয়েও হতে পারে। বিস্তৃত সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ অপরাধের আয়কে আপনাকে তদন্ত, সংরক্ষণ, দখল ও নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম করবে। এতে তৃতীয় পক্ষের (বা নির্দোষভাবে অধিকৃত) সম্পত্তির স্বার্থ বিবেচনার ব্যবস্থা এবং সরকারকে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অনুমতি দেয়ার ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। বহু দেশ দোষী সাব্যস্ত না করার আইনী কাঠামো বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে অপরাধ সংঘটনে বাধা দেয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করেছে, এবং জব্দকৃত অর্থ ভবিষ্যতে অপরাধ সংঘটিত হওয়া রোধে সহায়তা করতে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে—উদাহরণস্বরূপ, অপরাধ প্রতিরোধ, শিক্ষা ও আইন প্রয়োগ সংক্রান্ত কর্মসূচীর মাধ্যমে।

পরামর্শ: দোষী সাব্যস্ত না করার ভিত্তিতে বাজেয়াপ্তকরণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা

দোষী না সাব্যস্ততা-ভিত্তিক বাজেয়াপ্তকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ অপরাধের আয়ের ক্ষেত্রে কার্যকারিতা উন্নত করতে পারে। দোষী না সাব্যস্ততা-ভিত্তিক পুনরুদ্ধারে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত না করেই অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্টতা থাকার সন্দেহে সম্পদ জব্দ করা যায় এবং পুনরুদ্ধার করা যায়। এটি যা করতে পারে:

- তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ে সম্পদ আটক বা জব্দ করার অনুমতি দেয়া, ফলে তদন্ত বা বিচারকার্য চলাকালীন সম্পদ বিনষ্ট হওয়া প্রতিরোধ করা যায়
- অপরাধী মৃত্যুবরণ করলে, অপরাধীকে খুঁজে পাওয়া না গেলে, অথবা শনাক্ত করা না গেলে সফল ফলাফল প্রদান করে
- অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করা আবশ্যক না হওয়ায় যারা অপরাধ থেকে লাভবান হয়, কিন্তু নিজেদের অপরাধ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, তাদের কাছ থেকে অপরাধলব্ধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার সুযোগ দেয়, এবং
- তৃতীয় পক্ষের অধিকৃত অভিযুক্ত সম্পত্তি যে সম্পত্তি কোনো কোনো ব্যক্তি দ্বারা বা এর সাথে সংযুক্ত হয়ে, অপরাধ সংঘটনে, ব্যবহৃত, বা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে থাকে) বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম করে বা অপরাধীকে কার্যকর নিয়ন্ত্রণের অধীনে আনে।

২.৪ কোন সম্পদগুলো নিয়ন্ত্রণ ও পুনরুদ্ধার করা যায়?

কোনো অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত সম্পদ (উপকরণ) এবং কোনো অপরাধ থেকে প্রাপ্ত সম্পদ (অপরাধের আয়) অথবা তাদের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে। অপরাধী অন্য ব্যক্তির নামে যে সম্পত্তি রেখেছিল কিন্তু সেগুলোর উপরে সে কার্যকর দখল রাখে তা নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভব হতে পারে। অনেক অপরাধীর ক্ষেত্রে, তাদের অপরাধের আয় রক্ষা করা মূল লক্ষ্য এবং অপরাধীরা তাদের সম্পত্তির উৎস ও মালিকানা গোপন করতে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা তদন্তকারীদের জন্য একটি জটিল চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিদেশে-অধিকৃত সম্পত্তির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য এবং প্রকৃতপক্ষে সুবিধাভোগী মালিক কে তা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জটিল মালিকানা কাঠামোকে সরল করতে সক্ষম হওয়ার জন্য দেশীয় আইন যথেষ্ট নমনীয় হওয়া উচিত।

অপরাধের আয়ের মধ্যে সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত অর্থনৈতিক লাভ এবং আংশিক বা সম্পূর্ণ অন্য সম্পত্তিতে রূপান্তরিত বা স্থানান্তরিত সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, অবৈধ অভিবাসী আনয়ন থেকে প্রাপ্ত তহবিলের মাধ্যমে ক্রয় করা একটি মোটর গাড়ি, বাড়ি বা নৌকা বাজেয়াপ্ত হতে পারে কারণ এটি অপরাধের আয় ব্যবহার করে কেনা হয়েছিল।

অপরাধের **সরঞ্জাম** (বা উপকরণ) হলো অপরাধ সংঘটনের সুবিধার্থে ব্যবহৃত সম্পত্তি, উদাহরণস্বরূপ, এর মধ্যে রয়েছে, মানব পাচারে ব্যবহৃত গাড়ি বা নৌকা, বা অপরাধ কার্যক্রম অর্থায়নে ব্যবহৃত অর্থ। গাড়িটি অপরাধের আয় ছিল বা এটি পূর্বের ফৌজদারি অপরাধ থেকে প্রাপ্ত তহবিল দিয়ে অর্জিত হয়েছিল তা বোঝার কোনো প্রমাণ নাও থাকতে পারে। তবে এটি যদি কোনো অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত হয়, তাহলে এটি অপরাধের উপকরণ হিসাবে বাজেয়াপ্ত করা যেতে পারে।

সম্পত্তির **কার্যকর নিয়ন্ত্রণ** হলো সম্পত্তির আইনগত বা ন্যায়সঙ্গত আগ্রহ বা সম্পত্তি সম্পর্কিত কোনো অধিকার বা ক্ষমতা থাকুক বা নাই থাকুক তা কোনো ব্যক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কোনো ব্যক্তির সম্পত্তির কার্যকর নিয়ন্ত্রণ আছে কিনা তা নির্ধারণ করার সময়, কয়েকটি কারণ বিবেচনা করা হয়:

- সম্পত্তিতে লভ্যাংশ (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হোক) আছে এমন কোনো কোম্পানির শেয়ারহোল্ডিং, ঋণপত্র বা ডিরেক্টরশিপ
- সম্পত্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত এমন কোনো ট্রাস্ট
- সম্পত্তিতে লভ্যাংশ আছে এমন ব্যক্তিদের মধ্যে পারিবারিক, ঘরোয়া এবং ব্যবসায়িক সম্পর্ক।

পরামর্শ: কার্যকর সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ প্রতিষ্ঠা

অপরাধের সাথে জড়িত সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণের ফলাফলগুলো যে প্রক্রিয়ায় উন্নত করা যেতে পারে:

- আইন প্রয়োগকারী সকল সংস্থা, অর্থ গোয়েন্দা ইউনিট ও প্রসিকিউটরদেরকে বিস্তৃত তথ্য এবং প্রশিক্ষণ প্রদান।
- সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণে মূল লক্ষ্যসহ বিশেষায়িত তদন্ত ও প্রসিকিউশন দল বা ইউনিটগুলোর গঠন।
- সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণের সকল দিক নিয়ে পরিকল্পনা করার জন্য তদন্তকারী ও প্রসিকিউটরদের মধ্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সহযোগিতা জোরদার করা।
- আপনার সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ আইনি কাঠামোসহ সকল উপাদান পর্যালোচনা ও জোরদার করা এর মধ্যে রয়েছে;
    - সম্পত্তি অনুসন্ধান ও সুবিধাভোগী মালিকানা অনুসন্ধানে তদন্তের ক্ষমতা
    - আটক, নিয়ন্ত্রণ ও বাজেয়াপ্তকরণের বিধান এবং
    - পারস্পরিক আইনি সহায়তা।

সেকশন ৩: অবৈধ অভিবাসী আনয়নের সাথে জড়িত মানি লন্ডারিং পদ্ধতি

৩.১ কিভাবে মানি লন্ডারিং করা হয়?

মানি লন্ডারিং প্রক্রিয়াটিতে বিভিন্ন ধাপ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তবে এটি সাধারণত তিনটি ধাপে বিভক্ত: **সংযোজন, স্তরীকরণ** এবং **পুনর্বহাল,** নিচে উল্লেখ করা হয়েছে।

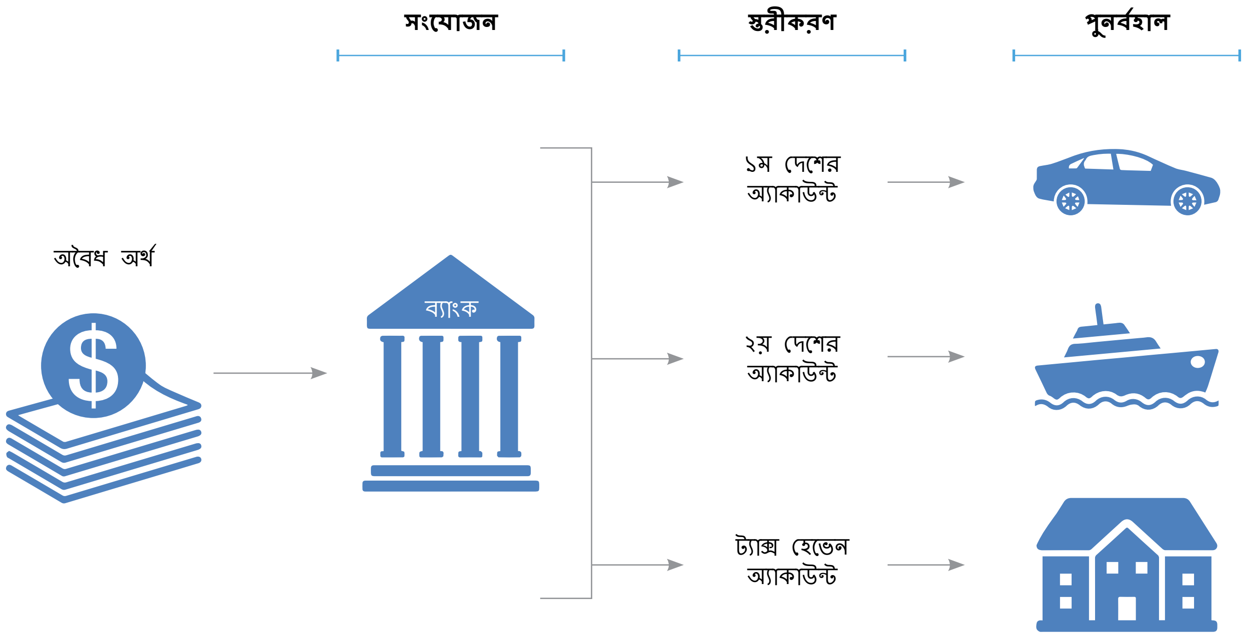

- **সংযোজন** অর্থ ব্যবস্থায় অবৈধ তহবিল বা সম্পদ আনার সাথে সম্পৃক্ত। উদাহরণস্বরূপ, ব্যাংক অ্যাকাউন্টে নগদ জমা বা সম্পদ ক্রয়ের জন্য নগদ ব্যবহার করে এটি করা হয়ে থাকে।
- **স্তরীকরণ** সংযোজিত তহবিল সরানো বা কৌশল করে অবৈধ উৎসকে গোপন করার সাথে সম্পৃক্ত। উদাহরণস্বরূপ, পেশাজীবী মধ্যস্থতাকারী (যেমন আইনজীবী বা হিসাবরক্ষক) হিসেবে কাজ করে বা অর্থ স্থানান্তর করতে জটিল কোম্পানি ও ট্রাস্ট স্ট্রাকচার তৈরি করে এটি করা হয়ে থাকে।
- **পুনর্বহাল** ঘটে যখন একবার তহবিল স্তরীকরণ করা হয় এবং তাদের উৎস সরিয়ে ফেলা হয়, এবং অপরাধীদের কাছে আপাতত বৈধ তহবিল হিসেবে ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণের জন্য লভ্য হয়। আপাতদৃষ্টিতে 'সাদা টাকা' আরো অপরাধ কার্যক্রম বা বৈধ ব্যবসায়ের বিনিয়োগ যেমন (কোম্পানির শেয়ার) বা মূল্যবান সম্পদ (যেমন জমিজমা) এবং বিলাসবহুল পণ্য (যেমন ব্যয়বহুল গাড়ি) কেনার মতো কার্যক্রমের জন্য লভ্য হয়)।

৩.২ মানি লন্ডারিংয়ের সাধারণ পদ্ধতি

যে কোনো স্থানে মানি লন্ডারিংয়ের পদ্ধতি (বা 'টাইপোলজি') অর্থনীতি, আর্থিক বাজার ও মানি-লন্ডারিং বিরোধী ব্যবস্থার দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। মানি লন্ডারিংয়ের জন্য পদ্ধতি তৈরীতে অপরাধীরা খুব সৃজনশীলও হতে পারে।

সাধারণ মানি লন্ডারিং পদ্ধতি নিচে দেয়া হলো।

বিদেশী ব্যাংক যেসব দেশে ব্যাংক গোপনীয়তা আইন রয়েছে সেখানে 'অফশোর অ্যাকাউন্টের' মাধ্যমে অর্থ পাঠানো যেতে পারে, যার ফলে বেনামে ব্যাংকিং হতে পারে।
নগদ চোরাচালান উপার্জনকৃত অপরাধ থেকে দূরত্ব বৃদ্ধির জন্য নগদ অর্থ শারীরিকভাবে সীমান্ত পার করা হয়।
বিকল্প/অনানুষ্ঠানিক রেমিট্যান্স স্থানান্তর এশিয়ার কয়েকটি দেশে সু-প্রতিষ্ঠিত, আইনি বিকল্প ব্যাংকিং ব্যবস্থা রয়েছে যা অনিবন্ধিত আমানত, উত্তোলন ও স্থানান্তরের অনুমতি দেয়।
শেল কোম্পানি এগুলো হলো এমন কোম্পানি যা একমাত্র মানি লন্ডারিংয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি করা হয়েছে যা অবৈধভাবে প্রাপ্ত অর্থ পণ্য বা পরিষেবাদির জন্য 'পেমেন্ট' হিসেবে গ্রহণ করে এবং জাল চালান ও ব্যালেন্স শিটের মাধ্যমে বৈধ লেনদেনের উপস্থিতি তৈরি করে।
স্ট্রাকচারিং বা 'স্মারফিং' FIU এর রিপোর্টের ন্যূনতমমান এড়াতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ছোট, কম সন্দেহজনক পরিমাণে বিভক্ত করা হয়। এরপরে একাধিক লোক (স্মার্ফ) বা একক ব্যক্তির দ্বারা দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এক বা একাধিক ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অর্থ জমা দেয়া হয়।
বৈধ কোম্পানিতে বিনিয়োগ অবৈধ মুনাফার উৎস গোপন করতে একে বৈধ ব্যবসা, বিশেষত নগদ অর্থ ভিত্তিক ব্যবসা, যেমন রেস্তোঁরায় ও পানশালায় বিনিয়োগ করা হতে পারে। এই ব্যবসাগুলো 'ফ্রন্ট কোম্পানি' হতে পারে যেগুলো বাস্তবিকই কোনো পণ্য বা পরিষেবা সরবরাহ করে থাকে, কিন্তু এগুলোর মূল উদ্দেশ্য হলো পাচারকারীর কালো টাকা সাদা করা।
উচ্চ মূল্যের সম্পদ অপরাধলব্ধ সম্পদ পুনরায় বিনিয়োগ করার অথবা গোপন রাখার উপায় হিসেবে উচ্চ মূল্যের বিভিন্ন পণ্য ও সম্পদ যেমন শিল্পকর্ম, অ্যান্টিক, গহনা, মূল্যবান ধাতু ও পাথর, নৌযান বা গাড়ি এবং জমিজমা ক্রয় করা হতে পারে।
বাণিজ্য-ভিত্তিক মানি লন্ডারিং অপরাধলব্ধ সম্পদ আড়াল করার জন্য বৈধ বাণিজ্যকে ব্যবহার করা হতে পারে। এটি মানি লন্ডারিং-এর একটি জটিল প্রক্রিয়া এবং এক্ষেত্রে অবৈধ পণ্য স্থানান্তর, নথিপত্র জাল করা, আর্থিক লেনদেন ভুলভাবে উপস্থাপন করা, এবং চালান তৈরির সময় পণ্যের দাম কমিয়ে বা বাড়িয়ে লেখা, ইত্যাদি করা হতে পারে।

৩.৩ মানব পাচারের কেসগুলোর ক্ষেত্রে মানি লন্ডারিং

ফিনান্সিয়াল ফুটপ্রিন্টস এর প্রতিবেদন: *এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে মানব পাচারের অপরাধ মোকাবেলায় অর্থ বিষয়ক তদন্তের ভূমিকা বিশ্লেষণ* শীর্ষক রিপোর্টটি নির্দেশিকার এই সেকশনটি সম্পর্কে ধারণা দেয়ার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল। এই রিপোর্টে মানব পাচারের সাথে সম্পর্কিত অর্থের প্রবাহ সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী হওয়া প্রধান প্রধান লেখালেখিগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়া হয়েছে, এবং মানব পাচারের অপরাধ মোকাবেলায় ফিনান্সিয়াল টুল ব্যবহার করার সাম্প্রতিক বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও এতে বালি প্রক্রিয়ার সদস্য দেশগুলোর বিভিন্ন কেস স্টাডিসহ একটি প্রশ্নমালার উত্তরগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এই রিপোর্টে হাইলাইট করা হয়েছে যে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলজুড়ে এবং বিশ্বব্যাপী, উভয় ক্ষেত্রেই, মানব পাচার এবং এর সাথে সম্পর্কিত অর্থের প্রবাহ সংক্রান্ত উপলব্ধ ডাটা ও পরিসংখ্যান খুবই সীমিত। মানব পাচারের সাথে সম্পর্কিত অর্থের প্রবাহ নিয়ে তদন্তের সম্ভাব্য দুটি পথ রয়েছে: পাচারকারীদের পাচার করা অবৈধ অর্থের প্রবাহ; এবং পাচার হওয়া ব্যক্তির অর্থের প্রবাহ, বিশেষ করে অর্থ স্থানান্তর পরিষেবাগুলোর মাধ্যমে নিজ দেশে থাকা পরিবারের কাছে অর্থ প্রেরণ, অথবা পাচারকারীর 'ঋণ' পরিশোধের জন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অথবা অর্থ স্থানান্তর পরিষেবার মাধ্যমে অর্থ প্রেরণ।

বিশেষ করে পাচার হওয়ার ব্যক্তিদের অর্থের প্রবাহ সংক্রান্ত ডাটা অত্যন্ত সীমিত। এই তথ্য ভুক্তভোগী কেন্দ্রিক পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে, এবং নির্দিষ্ট ধরনের মানব পাচারের অপরাধ (উদাহরণস্বরূপ, যৌন শোষণ) বিবেচনা করার সময় অত্যন্ত মূল্যবান হতে পারে। বর্তমান বিভিন্ন গবেষণা এবং সরকারি প্রকাশনাগুলোও মানি লন্ডারিং পদ্ধতিগুলোর প্রতি আরো বেশি দৃষ্টি নিবদ্ধ করছে, এবং মানব পাচার এবং অভিবাসী চোরাচালানকে একই জাতীয় অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করছে। এর ফলে এই অপরাধগুলোর পদ্ধতি ও লক্ষণগুলো সম্পর্কে অত্যন্ত বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। ফৌজদারি বিচারিক প্রতিক্রিয়াকে সঠিকপথে পরিচালনা করতে পারে এমন ঝুঁকি মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং এরূপ প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের অবদানকে সহায়তা করার জন্য উন্নত ডাটা এবং বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ফিনান্সিয়াল ফুটপ্রিন্ট এর প্রতিবেদনেও সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানব পাচারের অপরাধ শনাক্ত করা, সফলভাবে পাচারকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিয়ে সহায়তা করা, এবং আর্থিক ব্যবস্থাকে অবৈধ উদ্দেশ্যে ব্যবহার কঠিন করে তুলতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। এই অংশীদারিত্বগুলো মানব পাচারের অপরাধের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক কার্যক্রমে বেসরকারি খাতকে আরো ভালোভাবে অন্তর্ভুক্ত করার, এবং তদন্ত ও বিচারকার্য পরিচালনায় বেসরকারি খাতের প্রাসঙ্গিক জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগানোর উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা তুলে ধরা হয়েছে।

এই প্রশ্নমালার জন্য বালি প্রক্রিয়ার সদস্য দেশগুলো থেকে প্রাপ্ত উত্তরগুলোতে এই অঞ্চলে মানব পাচার থেকে প্রাপ্ত সম্পদকে লন্ডার করার জন্য ব্যবহৃত নিচে উল্লিখিত মূল পদ্ধতিগুলো শনাক্ত করা হয়েছে:

- স্বল্প পরিমাণ অর্থের লেনদেন (প্রায় ক্ষেত্রেই রিপোর্ট করার মতো পরিমাণের চেয়ে কম)
- অর্থ বা সম্পদ স্থানান্তর পরিষেবা সরবরাহকারীদের ব্যবহার করা
- অপরাধলব্ধ সম্পদকে আইনত বৈধ ব্যবসায়ের আয়ের সাথে সংমিশ্রণ করা, এবং
- অন্যদের কাছে সম্পদ হস্তান্তর করে দেয়া।

প্রশ্নমালার উত্তরগুলো আরেকটি বিষয় চিহ্নিত করেছে যে একজন ব্যক্তির জীবনযাপনের ধরনের সাথে তাদের যৌক্তিক আয়ের উৎসের মিল না থাকা একটি প্রধান আর্থিক নির্দেশক। মানব পাচারের অপরাধ, অথবা মানব পাচারের সাথে সম্পর্কিত মানি লন্ডারিং চিহ্নিত করার সর্বাধিক প্রচলিত মাধ্যম হচ্ছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর করা তদন্ত, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দাখিল করা সন্দেহজনক লেনদেন সংক্রান্ত রিপোর্ট এবং ভুক্তভোগীদের অভিযোগ।[১১]

১১ Ibid পৃষ্ঠা ৩৫

সেকশন ৪: ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটসমূহ (FIU):

৪.১ সরকার কিভাবে মানি লন্ডারিং ক্রিয়াকলাপ চিহ্নিত করে?

FIUs গুলো 'অর্থকে অনুসরণ' পদ্ধতি কার্যকরভাবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে। কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা মানি লন্ডার করছে কিনা তা জানতে হলে, সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং অন্যান্য অনার্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও পেশাজীবী, যেমন ক্যাসিনো, কোম্পানি পরিষেবা সরবরাহকারী, আইনজীবি ও হিসাবরক্ষকদের কাছ থেকে তথ্য প্রয়োজন হয়। কোন সংস্থাগুলোর জন্য সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কে রিপোর্ট করা বাধ্যতামূলক তা মানি লন্ডারিং বিরোধী মানদন্ডে নির্ধারণ করে দেয়া থাকে, এবং এই সংস্থাগুলোকে প্রতিবেদন প্রদানকারী সংস্থা বলা হয়। এরপর সরকার তার FIU এর মাধ্যমে প্রতিবেদন প্রদানকারী সংস্থাগুলো থেকে সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট নামক রিপোর্টের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে। FIU এই তথ্য বিশ্লেষণ করে, এবং তা অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে সরবরাহ করে। নিচের চিত্রে FIU তে তথ্যের আসা-যাওয়ার প্রবাহ দেখানো হয়েছে।

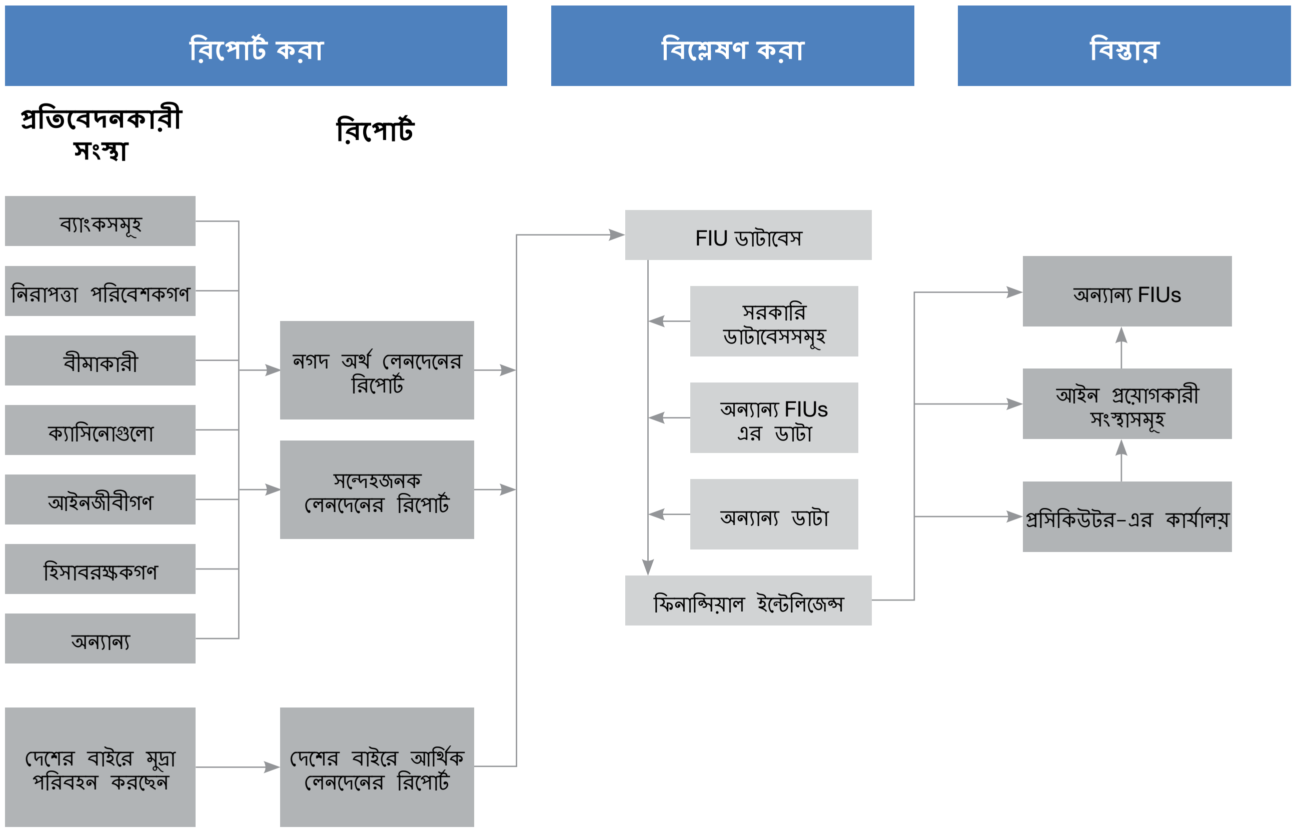

ডায়াগ্রাম থেকে: ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটগুলো: ওভারভিউ, IMF-ওয়ার্ল্ড ব্যাংক,2004[১২]

১২ https://www.imf.org/external/pubs/ft/FIU/fiu.pdf

৪.২ FIUs কী করে?

প্রদেশগুলোর প্রাসঙ্গিক বিষয় ও প্রয়োজনগুলোর সাথে কোনটি সবচেয়ে উপযোগী তার ওপর নির্ভর করে, বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন ধরনের FIUs রয়েছে। সব FIUs এর ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্সগুলো গ্রহণ, বিশ্লেষণ ও প্রচার করার দায়িত্ব রয়েছে।

FIUs গুলোকে **এগমন্ট গ্রুপ অব FIUs** নামক ১৫২টি FIUs সম্বলিত একটি বৈশ্বিক সংস্থার সদস্যপদের জন্য আবেদন করতে FATF উৎসাহিত করে।

FIUs এর ফাংশনগুলোর একটি মূল উপাদান হলো এগমন্ট সিকিউর ওয়েব (ESW) এর মাধ্যমে তথ্য শেয়ার করে নেয়ার জন্য বিদেশী অংশীদারদের সাথে সহযোগিতা করার দক্ষতা।[১৩] তবে, FIUs এর মধ্যে তথ্য বিনিময় আরো দ্রুত অর্থ গোয়েন্দা প্রবিধান চালু করতে পারে, তবে সরবরাহকারী FIU এর অনুমতি ব্যতীত তা ফৌজদারি মামলায় প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

একটি FIU কিভাবে তদন্ত বা প্রসিকিউশনকে সহায়তা করতে সক্ষম হবে তার মূল পার্থক্যটি হলো কিছু FIUs এর একটি অনুসন্ধানী ফাংশন রয়েছে এবং অন্যদের সেটি নেই। এর মধ্যে লেনদেন আটকে দেয়ার এবং সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এছাড়াও অনেক FIUs মানি লন্ডারিং এর পদ্ধতি সম্পর্কে ইন্ডাস্ট্রিকে শিক্ষিত করতে এবং অমান্য করার জন্য শাস্তি ও জরিমানা আরোপের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রক প্রবিধান অনুসারে প্রয়োগে ভূমিকা রাখে।

পরামর্শ: আপনার FIU এর সাথে সক্রিয় সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করুন

- এজেন্সিগুলোর মধ্যে নিয়মিত তথ্য শেয়ার করাকে উৎসাহিত করুন।
- অন্তর্দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতার দ্বিমুখী বিনিময় নিশ্চিত করতে আপনার তদন্তকারী সংস্থা বা বিশেষজ্ঞ তদন্তকারী দলগুলোতে আপনার FIU থেকে আউট পোস্ট হওয়া বা এম্বেড হওয়া কর্মকর্তাদের বিবেচনা করুন।

৪.৩ কিভাবে আপনার FIU আপনার তদন্তকে সহায়তা করতে পারে?

FIUs মানব পাচার সম্পর্কে তদন্ত ও প্রসিকিউশন সমর্থন করার জন্য মূল্যবান তথ্য ও সহায়তা সরবরাহ করতে পারে। FIUs যে ধরনের সহায়তা দিতে পারে তার একটি তালিকা নিচে রয়েছে। আপনার দেশের FIU এর মডেল আপনি কিভাবে সহায়তা পেতে পারেন তা প্রভাবিত করবে। FIUs **তদন্ত** প্রচেষ্টাকে সমর্থন করতে পারে:

- **আর্থিক গোয়েন্দা রিপোর্ট** তৈরি করে যা মানি লন্ডারিং ও অপরাধমূলক কার্যক্রমে জড়িত বলে সন্দেহজনক ব্যক্তি ও সত্তার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে পারে।
- সন্দেহজনক লেনদেনের রিপোর্ট, নগদ লেনদেনের রিপোর্ট, নগদ অর্থের সীমান্ত পারাপারের রিপোর্ট এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট তথ্য সম্পর্কিত **আর্থিক তথ্য** প্রদান করে। এটি আপনাকে **অপরাধীদের শনাক্ত করতে** সহায়তা করতে পারে এবং **বিদ্যমান তদন্তগুলোকে সমর্থন** করতে পারে বা **নতুন কেস তৈরি করতে পারে।**
  - **সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনের প্রাথমিক শনাক্তকরণ** অপরাধমূলক কার্যক্রম রোধে সহায়ক হতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, সন্ত্রাসবাদের ক্ষেত্রে, বা বর্তমানে চলছে এমন অপরাধমূলক কার্যক্রমের নির্দেশক, যেমন একজন মানব পাচারকারীকে অর্থ প্রদান করা।
- **কিছু বিচার বিভাগে, অ্যাকাউন্টগুলো জব্দ করার এবং সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার,** এবং কিছু ক্ষেত্রে **একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত লেনদেন বন্ধ রাখার ক্ষমতা রয়েছে।** এটি আপনাকে কোনো তত্ত্ব প্রমাণ করার জন্য আরো তদন্ত করার সময় দেয়া কালীন আপনাকে তহবিল সুরক্ষিত করতে সহায়তা করতে পারে।
- **কোনো তদন্তকে সহায়তা করার জন্য আর্থিক দক্ষতা সরবরাহ করা** — যেমন আপনার FIU আর্থিক প্রমাণাদি তদন্ত ও বিশ্লেষণ করতে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইনি কার্যক্রমে সহায়তা করার জন্য কোনো ফরেনসিক অ্যাকাউন্টেন্টের পরিষেবা সরবরাহ করতে সক্ষম হতে পারে।

১৩ অর্থ গোয়েন্দা ইউনিট: অ্যান ওভারভিউ IMF-ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ২০০৪ http://www.egmontgroup.org/about/financial-intelligence-units-fius
এগমন্ট গ্রুপের তালিকা সদস্য দেশ অনুগ্রহ করে দেখুন https://www.egmontgroup.org/en/membership/list

- বিদেশী অংশীদারদের সাথে সহযোগিতা করার মাধ্যমে তাদের **আন্তর্জাতিক তথ্য শেয়ার করা।** উদাহরণস্বরূপ, কিছু FIUs বিদেশী আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সাথে তথ্য বিনিময় করার অধিকার রাখে এবং কিছু FIUs আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে তথ্য শেয়ার করার জন্য অনুমোদিত হয় যার মধ্যে রয়েছে INTERPOL ও EUROPOL।
- কিছু ক্ষেত্রে, আপনার দেশের FIU এর মডেলের উপর নির্ভর করে FIU **প্রকৃত তদন্ত করতে পারে, বা যৌথ টাস্কফোর্সগুলোতে অংশ নিতে পারে।**

পরামর্শ

তারা আপনাকে কিভাবে সহায়তা করতে সক্ষম হতে পারে তা যাচাই করার জন্য তদন্তের প্রথম দিক থেকে আপনার FIU এর সাথে সম্পৃক্ত হোন।

পরামর্শ

আপনার সন্দেহভাজন ইতোমধ্যে FIU ডাটাবেজে তালিকাভুক্ত থাকতে পারে। বিদেশী দেশগুলোতে যেখানে আপনার সন্দেহভাজন বিদেশে ভ্রমণ করেছেন বা যেখানে তারা বিদেশ থেকে অর্থ প্রেরণ বা গ্রহণ করেছেন তাদের কাছে লভ্য রিপোর্টের জন্য অনুরোধ FIU তে প্রেরণের বিষয়ে বিবেচনা করুন।

FIUs **মামলা মোকদ্দমা** প্রচেষ্টা সমর্থন করতে পারে:

- যেখানে আর্থিক তথ্যের ঘাটতি রয়েছে সেখানে প্রসিকিউটরদের সমর্থন করার জন্য **তদন্ত শুরু করে।**
- মোকদ্দমা সমর্থন করার জন্য **আর্থিক দক্ষতা সরবরাহ** করে, যাতে জটিল আর্থিক লেনদেনের ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য বিশেষজ্ঞের প্রমাণের প্রবিধান অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

FIUs গুলো নিচে উল্লিখিতভাবে **প্রতিরোধমূলক** প্রচেষ্টায় সহায়তা করতে পারে:

- **গোয়েন্দা পণ্য** তৈরি করে। এর মধ্যে রয়েছে FIU এর সাথে FIU এর নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিদেশী সমপর্যায়ের সংস্থা থেকে তথ্যপ্রাপ্তি, যা একাধিক বিচারিক ক্ষেত্রের মধ্যে অত্যন্ত দ্রুত তথ্য বিনিময়ের সুবিধা দেয় (প্রায়শই পারস্পরিক আইনি সহায়তা বা কূটনৈতিক চ্যানেলের চেয়ে দ্রুততর)।
- **শ্রেণিবিভক্তকরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন** প্রস্তুত করা এবং কোনো নির্দিষ্ট অপরাধের প্রতি নির্দেশ করে এমন আর্থিক লেনদেন ও অ্যাকাউন্টের বৈশিষ্ট্যসমূহ শনাক্ত করার জন্য গবেষণা করা। এটি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও প্রতিবেদন প্রদানকারী সংস্থাসমূহকে প্রতিরোধ ও তদন্ত প্রচেষ্টায় তথ্য দিয়ে সাহায্য করবে।
- প্রতিবেদন প্রদানকারী সংস্থাগুলোর **কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান** যাতে তারা সন্দেহজনক লেনদেন শনাক্ত করতে পারেন।
- **শিল্প সচেতনতা কর্মসূচীর** আয়োজন করা এবং শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও বিধিমালার বাধ্যবাধকতা প্রয়োগের মাধ্যমে শিল্প যেন AML সংক্রান্ত প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপগুলো মেনে চলে তা নিশ্চিত করা।

৪.৪ কেস স্টাডি

পটভূমি

২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে ইন্দোনেশিয়া সরকারের দৃষ্টি পূর্ব তিমুরের তিনজন অভিবাসী শ্রমিকের কেসের দিকে আকৃষ্ট হয় যারা মালয়েশিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন। একজন শ্রমিকের পরিবারের জানা ছিল না যে তিনি ২০১৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার পর থেকে দেশের বাইরে শ্রমিক হিসেবে কাজ করছেন। দেশের বাইরে শ্রমিক প্রেরণে ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব নুসা তেঙ্গারা (NTT) প্রদেশ ৯ম অবস্থানে রয়েছে এবং এই প্রদেশ থেকেই ইন্দোনেশিয়ার সর্বাধিক সংখ্যক অভিবাসী শ্রমিক হতাহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। ২০১৫ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে আনুমানিক ৪১৪৪ জন NTT প্রদেশের বাসিন্দাকে দেশের বাইরে প্রেরণ করা হয়। ২০১৫ সাল থেকে ২০১৭ সাল, এই সময়ের মধ্যে NTT প্রদেশের আনুমানিক ৯৯ জন অভিবাসী শ্রমিক মৃত্যুবরণ করেন। ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় পুলিশ বিভাগকে এই সমস্যার তদন্ত করার নির্দেশ প্রদান করলে, এর ফলশ্রুতিতে মানব পাচার সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্স গঠিত হয় এবং কুপাং ডিস্ট্রিক্ট এর পুলিশ প্রধানকে এই কেস তদন্তের নির্দেশ দেয়া হয়। তদন্ত চলাকালীন ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া জুড়ে বিস্তৃতি লাভ করা ১২টি মানব পাচারকারী নেটওয়ার্ক শনাক্ত করা হয়।

অর্থের প্রবাহ

২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৬ সালের আগস্ট পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এই নেটওয়ার্ক সফলভাবে ২২৭৯ জন অভিবাসী শ্রমিককে মালয়েশিয়াতে পাঠিয়েছে। এই শ্রমিকদের পাচার করার মাধ্যমে নেটওয়ার্কটির মোট আর্থিক লেনদেনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৬৩,৪৪৬.০০ মার্কিন ডলারে। আর্থিক লেনদেনের ডাটা অনুযায়ী যে অপরাধী এলটারি বিমানবন্দরের বেআইনী এজেন্টদের ব্যবস্থাপনা করেছে সে ২০১৫ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে ২০১৬ সালের ৮ই আগস্ট, এই সময়ের মধ্যে ২৪৪,১২৫.৬৯ মার্কিন ডলার অর্থ গ্রহণ করেছে। এটি মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং ও সৌদি আরবে ১৭৮৭ জন মানুষকে পাচার করার সাথে সম্পর্কিত, যাদের মধ্যে ৪৮ জন শিশুও ছিল।

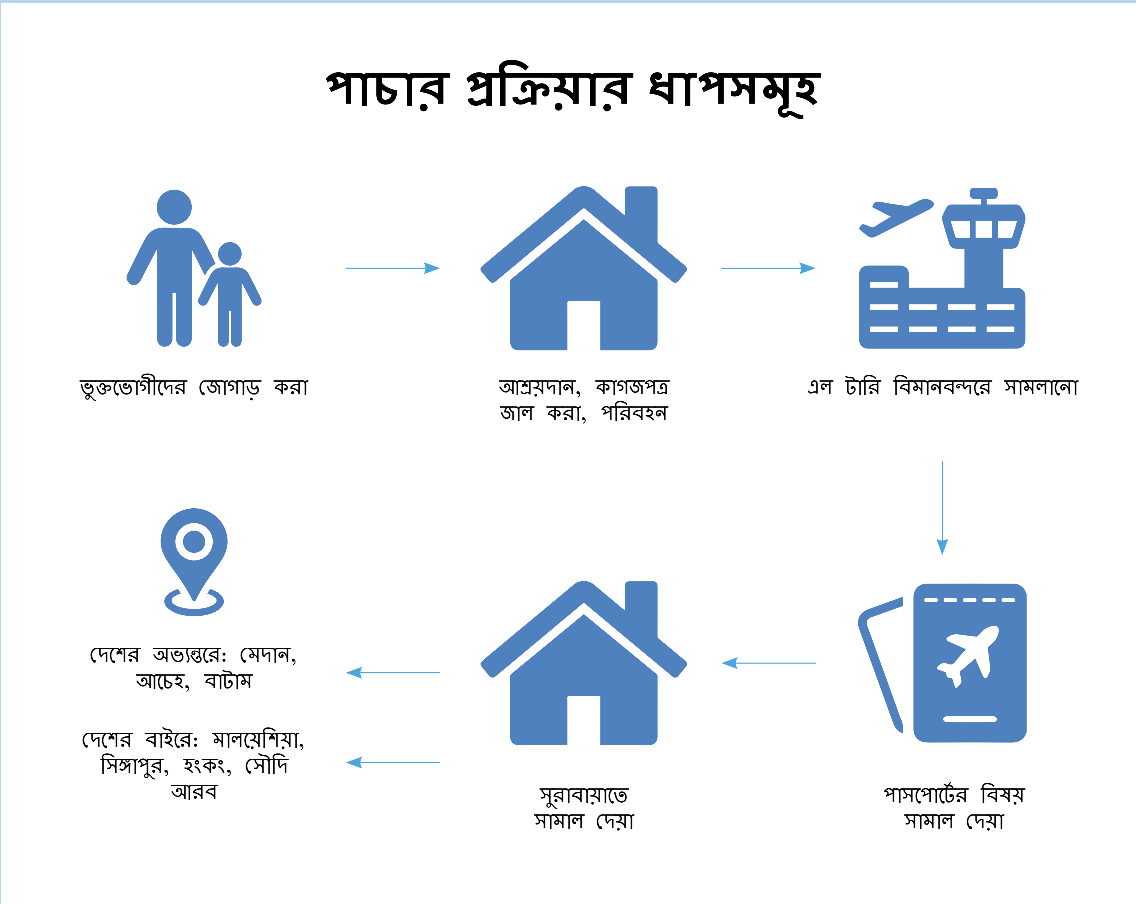

ইন্দোনেশিয়ার ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, PPATK ৬৪টি সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করেছে যা থেকে দেখা যায়:

- কুপাং ডিস্ট্রিক্টের পুলিশ বিভাগ কর্তৃক যে ৪৮টি পক্ষকে তদন্ত করা হয়েছিল তাদের সাথে ১৩.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ পরিশোধের সংযোগ পাওয়া যায়।
- NTT প্রদেশে সক্রিয় মানব পাচারকারী নেটওয়ার্কগুলোর মধ্যকার সংযোগ।
- এই বিশ্লেষণ যেসব অর্থের যোগানদাতা পূর্ব নুসা তেঙ্গারাতে মানব পাচারের কার্যক্রমে অর্থ যোগান দিয়েছে তাদের শনাক্ত করতে সাহায্য করেছে।
- এই বিশ্লেষণ তদন্তকারীদের অর্থের প্রবাহ অনুসরণ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে নেটওয়ার্কগুলোর ম্যাপিং এ সাহায্য করেছে।

লাল পতাকাসমূহ			
নং	**লাল পতাকা নির্দেশক**	**চলক**	**উদাহরণ**
১	গ্রাহকদের প্রোফাইল	বেসরকারী খাত	• PPTKIS এর মালিক/কর্মী (বৈধ ও অবৈধ উভয়ই) • মানি চেঞ্জার • ভ্রমণ ও যাতায়াত ব্যবসায়ের মালিক/কর্মী • বিমান পরিষেবা • মালবাহী/পরিবহন পরিষেবা • ভাড়া পরিষেবা
		সরকারী খাত	• অভিবাসন কর্মকর্তা • বিমান নিরাপত্তা কর্মী • সামরিক কর্মকর্তা • পুলিশ অফিসার
২	অন্তর্নিহিত লেনদেন	কীওয়ার্ড	শিশুরা/শিশু; মানুষ; টিকেট; খাবার ভাতা; বাসার কাজের লোক; পাসপোর্ট ফি; ভ্রমণ; গৃহপরিচারিকা; RM; ফি প্রদান; শিশুদের বেতন ইত্যাদি।
৩	লেনদেনের মাধ্যম	ব্যাংকিং ব্যবস্থা	• ওভারবুকিং • এটিএম (ATM) এর মাধ্যমে স্থানান্তর • IB/MB এর মাধ্যমে লেনদেন • টেলিগ্রাফিক স্থানান্তর
৪	লেনদেনের প্যাটার্ন	অর্থ মিশ্রণ	PPATKIS এর মালিক/কর্মী হিসেবে পরিচিত একাধিক পক্ষের অ্যাকাউন্টে বৈধ ব্যবসায়িক মুনাফার সাথে অপরাধলব্ধ সম্পদের সংমিশ্রণ পাওয়া গেছে। অপরাধলব্ধ সম্পদের উৎস ভিন্নরূপে দেখানো/গোপন করার ইংগিত।
৫	আর্থিক লেনদেন বিশ্লেষণ পাচার কার্যক্রমের বিভিন্ন ধাপ, মাঠ পর্যায়ে নিয়োগ থেকে শুরু করে, আশ্রয়, নিজ শহর থেকে ভ্রমণ করে ট্রানজিটে এবং গন্তব্যের শহর/দেশে যাওয়া, কাগজপত্র জাল করা, সরকারি কর্মচারীদের ঘুষ নেয়ার অভিযোগ পর্যন্ত, মিলিয়ে নিতেও ভূমিকা রেখেছে। এই তদন্তে অ্যাকাউন্টধারীদের প্রোফাইল থেকে প্রাপ্ত তথ্য, লেনদেনের তারিখ, লেনদেনের পরিমাণ এবং লেনদেনের অবস্থান সংক্রান্ত তথ্য কাজে লাগিয়ে মিলকরণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে।		

ফলাফল

কুপাং ডিস্ট্রিক্ট পুলিশের তদন্তের ফলে ১১টি নেটওয়ার্ক ভেঙ্গে দেয়া এবং ৩২ জন সন্দেহভাজনকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। ৩২ জন সন্দেহভাজনের মধ্যে ১১ জনকে আদালত মানব পাচারের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করেছেন, এবং ২ থেকে ৯ বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত করেছেন। এছাড়াও আদালত ৯২৩০.০০ মার্কিন ডলার থেকে ১৫৩,৮০০.০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত জরিমানার দন্ড প্রদান করেছেন এবং ভুক্তভোগী ও মৃত ভুক্তভোগীর পরিবারকে ৭৭.০০ মার্কিন ডলার থেকে ৪২৩০.০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করেছেন। মানব পাচার মামলায় জড়িত বিমানবন্দরের একজন অভিবাসন কর্মকর্তা ৪ বছরের কারাদন্ড, ১৫,৩০০.০০ মার্কিন ডলারের জরিমানা, এবং ভুক্তভোগীর পরিবারকে ৭৭.০০ মার্কিন ডলার ক্ষতিপূরণ প্রদানের দন্ড পেয়েছেন।

সেকশন ৫: তদন্ত

৫.১ আর্থিক তদন্ত কী?

আর্থিক তদন্ত হলো একটি তদন্ত কৌশল যা ফৌজদারি কার্যধারার কোনো সন্দেহভাজন বা সাক্ষীর আর্থিক ইতিহাস ও ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে বিস্তৃত সূত্র থেকে তথ্য, গোয়েন্দা তথ্য ও প্রমাণ সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত হয়। একটি আর্থিক তদন্তে কোনো অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট সব আর্থিক উপাদানের প্রতি নজর দেয়া হয়, যেমন অপরাধের প্রস্তুতি ও বাস্তবায়নের জন্য বিনিয়োগকৃত অর্থ, অপরাধ সম্পাদনকালীন ব্যয়, এবং অপরাধ সম্পাদনের ফলে প্রাপ্ত অর্থ ও মুনাফা।

মানি লন্ডারিং এর অপরাধ আর্থিক প্রক্রিয়ার যেকোনো পর্যায়ের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে, এখানে মূল আবশ্যিকতা হলো যে ব্যক্তি অর্থের ব্যবস্থাপনা করছেন তিনি **জানতেন অথবা সন্দেহ করেছিলেন যে সেই অর্থ কোনো অপরাধ থেকে প্রাপ্ত অথবা কোনো অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত হবে।** সন্দেহজনক বা অস্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ অনুমান করার জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সম্মেলন ঘটিয়ে এটি অর্জন করা যায়।

পরামর্শ

আর্থিক তদন্তের মূল লক্ষ্যসমূহ হলো কোনো অপরাধ সংঘটনের সময়ব্যাপী **অর্থের চলাচল** শনাক্ত করা ও রেকর্ড করা, এবং উক্ত অপরাধে জড়িত অন্যান্যদের এবং অপরাধলব্ধ সম্পদ শনাক্ত করা। অর্থ কোথা থেকে এসেছে, কে গ্রহণ করেছে, কখন গ্রহণ করেছে, এবং এটি কোথায় সংরক্ষণ বা জমা রাখা হয়েছে এসবের সংযোগ থেকে **অপরাধমূলক কর্মকান্ডের প্রমাণ পাওয়া যায়।**

৫.২ অর্থ কিভাবে এবং কোথায় সরিয়ে নেয়া হয়েছে তা আপনি কিভাবে দেখাবেন?

অর্থের সাথে সম্পর্কিত ঘটনার যেকোনো রেকর্ড অথবা ট্রেইল গুরুত্বপূর্ণ। যদিও কিছু কিছু দেশে বৃহৎ পরিসরে নগদ-অর্থ ভিত্তিক অর্থনীতি রয়ে গেছে, মানুষের ইলেক্ট্রনিক ব্যাংকিং সিস্টেম, ওয়্যার ট্রান্সফার, ব্যাংক কার্ড ও ইন্টারনেট ব্যাংকিং ব্যবহার করা বৃদ্ধি পাচ্ছে—এর সবগুলোই কোনো না কোনো ট্রেস রেখে যায়। তবে, নগদ অর্থ ভিত্তিক অর্থনীতিতেও রেকর্ড থাকতে পারে, যেমন চালান, চুক্তি, রশিদ বা হিসাব বহি, ইত্যাদি। এই লেনদেনসমূহের প্রকৃতি, ইলেক্ট্রনিক বা অন্য কিছু, এবং এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট রেকর্ডগুলো তদন্তকারীদের তথ্য প্রমাণের এক অফুরন্ত উৎসের সন্ধান দেয়

অর্থের চলাচল অথবা অর্থের মূল্য সংক্রান্ত তথ্য, গোয়েন্দা তথ্য অথবা প্রমাণের উৎস তদন্তের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে ভিন্ন ভিন্ন হবে। তবে, অধিকাংশ তদন্তের ক্ষেত্রে কয়েকটি সাধারণ উৎস নিয়মিতভাবে ব্যবহৃত হয়। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি হলো:

- সন্দেহভাজন (পকেট থেকে পাওয়া)
- পরিবহন / শিপিং ক্যারিয়ার
- অন্য ব্যবসা বা পেশাসমূহ
- মোবাইল ফোন
- আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- ইউটিলিটি
- বিমা কোম্পানি
- যানবাহন নিবন্ধন বিভাগ
- ক্রেডিট এজেন্সি
- ভূমি নিবন্ধন
- পেনশন সরবরাহকারী
- কর কর্তৃপক্ষ/সোশ্যাল সিকিউরিটি
- সরকারি নিবন্ধন ও কর্তৃপক্ষ
- লয়াল্টি কার্ড, যেমন এয়ারলাইন ফ্রিকুয়েন্ট ফ্লায়ার ও হোটেলের সদস্য কার্ড

তিনটি উৎস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: (১) আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, কারণ এগুলোই সবচেয়ে বেশি তথ্যের উৎস; (২) ইউটিলিটি বিল; এবং (৩) লয়াল্টি কার্ড, কারণ তত বেশি ব্যবহৃত না হলেও, এগুলো মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করতে পারে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের মধ্যে রয়েছে অ্যাকাউন্টের পূর্ণ ইতিহাসসহ অ্যাকাউন্ট খোলার রেকর্ড (উল্লেখিত পরিচিতি, কর্মসংস্থান এবং ঘোষিত আয়ের জন্য কাজে লাগে)। ক্রেডিট, ডেবিট ও ব্যালেন্সের উল্লেখসহ ব্যাংক স্টেটমেন্টের কপি, চেক, ক্রেডিট ভাউচার এবং অন্যান্য লেনদেন সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রের পাশাপাশি অ্যাকাউন্টটি কার্যকর থাকাকালীন ব্যাংক কর্মকর্তা কর্তৃক লিখিত যেকোনো নোট লভ্য হবে। ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড ব্যবহারের ক্ষেত্রে, এই তথ্যগুলো একজন ব্যক্তির চলাফেরা সম্পর্কে ধারণা পেতেও সহায়ক হবে, যেমন তারা কোন রেস্তোরায় খাবার খায়, কি কি পণ্য ক্রয় করে, কোন কোন জায়গায় ঘনঘন যায়, এবং কোন ক্লাব বা সামাজিক আড্ডার জায়গাগুলোতে উপস্থিত হয়। এসব থেকে অন্য কোনো অ্যাকাউন্টের অস্তিত্ব প্রকাশ হওয়া, অ্যালিবাই প্রতিষ্ঠিত বা মিথ্যা প্রমাণ হওয়া, ব্যয় ও জীবনযাত্রার ধারা মেলানো, এবং অন্যান্য অপরাধমূলক সংশ্লিষ্টতা শনাক্ত হওয়ার মতো ঘটনা ঘটতে পারে। এসব তথ্য রিয়েল টাইমে অ্যাক্সেস করা হলে উক্ত ব্যক্তির অবস্থান সম্পর্কে জানতেও তা ব্যবহার করা যায়।

ইউটিলিটি বিল

আবাসন সংক্রান্ত তথ্য নিশ্চিত করার পাশাপাশি, ইউটিলিটি কোম্পানিগুলোর নিকট অনুসন্ধানের ফলে আগে জানা না থাকা অ্যাকাউন্ট, আর্থিক ডিলিং অথবা উক্ত পরিষেবার জন্য অর্থ পরিশোধ করছেন এমন অন্য কোনো সহযোগীর অস্তিত্ব প্রকাশ পেতে পারে। অনুরূপভাবে, ইন্টারনেট ও টেলিফোন পরিষেবা সরবরাহকারীদের নিকট অনুসন্ধানের ফলেও অন্যান্য সন্দেহভাজন ব্যক্তি এবং অপরাধ কর্মকান্ডের সহযোগী শনাক্ত করার সুযোগ হতে পারে।

লয়াল্টি কার্ড

একটি এয়ারলাইন ফ্রিকুয়েন্ট ফ্লায়ার কার্ড, যেমন ওয়ান ওয়ার্ল্ড, স্টার এলায়েন্স অথবা স্কাই টিম এর কার্ড, অথবা হিলটন, স্টারউড অথবা ম্যারিয়ট হোটেলের মতো হোটেল চেইনের লয়াল্টি কার্ড থেকে প্রচুর তথ্য পাওয়া যেতে পারে। এসবের মধ্যে রয়েছে: গ্রাহকের প্রোফাইল, যেমন তার নাম, ঠিকানা, ইমেইল ও মোবাইল টেলিফোন নম্বর এবং পরিষেবাটির জন্য অর্থ পরিশোধের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ব্যাংক/ক্রেডিট কার্ডের বিশদ তথ্য। ভ্রমণ করা ফ্লাইট, হোটেল এবং এ সময়গুলোর ভ্রমণসঙ্গী সম্পর্কে বিশদ তথ্যও লভ্য থাকবে।

পরামর্শ

আপনার সন্দেহভাজন হয়তো পারিবারিক সদস্য অথবা নিকটাত্মীয় ও ব্যবসায়িক সহযোগীদের পরিচয়ের আড়ালে অর্থ লুকিয়ে রাখছে। নিশ্চিত করুন যেন আপনার অনুসন্ধানে এই ব্যক্তিগণ অন্তর্ভুক্ত থাকেন যারা আপনার সন্দেহভাজনের পক্ষে অর্থ সংরক্ষণ বা সরিয়ে থাকতে পারেন।

৫.৩ তথ্য প্রমাণ একত্রিকরণ

মানব পাচার সংক্রান্ত সামগ্রিক তদন্তের পাশাপাশি আর্থিক তদন্ত পরিচালনা করা একটি ভালো অভ্যাস। তদন্তকারী, FIU সমূহ এবং আইনজীবীদের মধ্যকার সমন্বয় মানব পাচার সংক্রান্ত অপরাধের তদন্তের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করবে, এবং মানি লন্ডারিং বিরোধে আন্তর্জাতিক মানদন্ড অর্জনে আপনার দেশকে সাহায্য করবে।

পরামর্শ

মানব পাচার সংক্রান্ত আপনার সকল তদন্তের সাথে একটি **স্বপ্রণোদিত আর্থিক তদন্ত** পরিচালনা করুন। আপনার সংগৃহীত প্রমাণাদি আপনাকে আগের অপরাধটি প্রমাণ করতে সাহায্য করতে পারে, এবং মানি লন্ডারিং এর একটি পৃথক অপরাধও প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

কোনো তদন্তের জন্য আপনার আদর্শ তদন্ত পরিচালনা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে একটি **আর্থিক তদন্ত চেকলিস্ট** অন্তর্ভুক্ত করে আপনি এটি করতে পারবেন।

পরামর্শ

অপরাধগুলোর পূর্ণ তদন্ত নিশ্চিত করতে আপনার তদন্তে **প্রাসঙ্গিক সব সংস্থাগুলোর দক্ষ ব্যক্তিদের** (তদন্তকারী, FIUs, এবং আইনজীবী) সাহায্য নেয়া নিশ্চিত করুন।

।এসব তথ্য উন্মুক্ত-উৎস অথবা আবদ্ধ উৎস, যেকোনোটি থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে, যেমন ইন্টারনেট এবং কোম্পানি বা ভূমি নিবন্ধন রেকর্ড (উন্মুক্ত) এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা করের রেকর্ড (আবদ্ধ)।

সব কেসের ক্ষেত্রেই, তথ্য অ্যাক্সেস করার সময়, আর্থিক তদন্ত সম্পন্নকারীদের তাদের নিজস্ব দেশীয় আইনি কাঠামোর মধ্যে থেকে কাজ করতে হবে এবং অনুসন্ধানগুলোকে চলমান তদন্তের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, আইনত বৈধ, জবাবদিহিতাপূর্ণ এবং অপরিহার্য (PLAN) হিসেবে প্রমাণ করতে সক্ষম হতে হবে। এই বিষয়গুলো প্রদর্শন করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ তদন্তকারীদের যে পরাধিকারচর্চার ক্ষমতা প্রদান করা হয় তা ব্যবহার করে তারা গ্রাহকের গোপনীয়তা এবং কোনো ব্যক্তির গোপনীয়তার মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করতে পারেন। সব সময় কঠোর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে হবে এবং অ্যাক্সেস সংক্রান্ত শর্তাবলি মেনে চলতে হবে।

পরামর্শ: নিশ্চিত করুন যে আপনি উপস্থাপন করতে পারছেন যে আপনার অনুসন্ধানসমূহ:

- **সঙ্গতিপূর্ণ**
  - পদক্ষেপটি কি হুমকির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ?
  - একই উদ্দেশ্য পূরণে কি কোনো অপেক্ষাকৃত কম পরাধিকারচর্চামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়?
- **আইনত বৈধ**
  - এই পদক্ষেপ গ্রহণের কোনো আইনি ভিত্তি আছে কি?
  - এই পদক্ষেপ কি আইনি বাধ্যবাধকতাসমূহ, যেমন মানবাধিকার, গোপনীয়তা, ডাটা সুরক্ষা এবং গোপনীয়তা রক্ষার শর্তাবলি মেনে চলে?
- **• জবাবদিহিতামূলক**
  - সিদ্ধান্তসমূহ কি জবাবদিহিতামূলক?
- **অপরিহার্য**
  - এই পদক্ষেপ গ্রহণ কি অপরিহার্য?
  - প্রাপ্ত তথ্য কি তদন্তের জন্য বিশেষ মূল্যবান হবে?

আর্থিক তদন্তের ক্ষেত্রে একটি কার্যকরী কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, তা যতই নগন্য হোক না কেন, ব্যবহার করা অপরিহার্য। প্রায় ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ তথ্য অর্জিত হয়। কি তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে তার সুস্পষ্ট রেকর্ড রাখা তদন্ত বা বিচারকার্য চলাকালীন পরবর্তী সময়ে যেকোনো প্রতিবন্ধকতা দূর করতে সাহায্য করবে। পরবর্তীতে যখন কোনো নির্দিষ্ট পরাধিকারচর্চামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ সম্পর্কে জবাবদিহি করা হবে, কোনো নীতি বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংক্রান্ত রেকর্ড থাকলে তখন তা কাজে আসবে।

⚠ সতর্কীকরণ

জব্দ করার আইনগত ভিত্তি উপস্থাপন করতে না পারা অথবা কখন এবং কোথা থেকে ডকুমেন্ট জব্দ করা হয়েছে তার চেইন অব কাস্টডি দেখাতে না পারার দুর্বল ডকুমেন্ট ব্যবস্থাপনার কারণে বহু মামলা হেরে যেতে হয়।

পরামর্শ

জব্দ করার আইনগত ভিত্তি উপস্থাপন করতে না পারা অথবা কখন এবং কোথা থেকে ডকুমেন্ট জব্দ করা হয়েছে তার চেইন অব কাস্টডি দেখাতে না পারার দুর্বল ডকুমেন্ট ব্যবস্থাপনার কারণে বহু মামলা হেরে যেতে হয়।

পরামর্শ

নিশ্চিত করুন যেন আপনার জব্দকৃত ডকুমেন্টগুলো পৃথক পৃথকভাবে লেবেলকৃত হয় এবং সম্পত্তি জব্দ করার রেকর্ডে রেকর্ড করা থাকে এবং চেইন অব কাস্টডির রেকর্ডসহ একটি সুরক্ষিত স্থানে সংরক্ষণ করা হয়।

৫.৪ কেস স্টাডি

মা জা কিম, অস্ট্রেলিয়ায় মানি লন্ডারিং করা এবং পতিতাবৃত্তি থেকে প্রাপ্ত সম্পদের অধিকারী হওয়ার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত

মা জা কিম ভালো বেতন ও ভালো পরিবেশের লোভ দেখিয়ে দক্ষিণপূর্ব এশিয়া থেকে অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে আসা ১০০ জনের বেশি যৌন কর্মীর উপার্জন থেকে প্রাপ্ত অর্থের উপর বিলাসবহুলভাবে জীবনযাপন করছিলেন। তার যৌন কর্মীর ব্যবসা পরিচালনা করার অথবা তা থেকে অর্থ উপার্জনের কোনো লাইসেন্স ছিল না, কিন্তু তিনি তা করেছেন। কিম যৌন কর্মীদের তদারকি করার উদ্দেশ্যে লাইসেন্সবিহীন ‘তত্ত্বাবধায়ক’ নিযুক্ত করেছিলেন এবং তিনি তাদের সাথে বৈঠকে বসে সেই নারীদের থেকে কিভাবে সর্বোচ্চ পরিমাণ কাজ আদায় করে নেয়া যায় তা আলোচনা করতেন এবং যারা প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করতে পারতো না তাদেরকে জরিমানা করতেন। পুলিশ তদন্ত পরিচালনা করার সময় তিনি বিভিন্ন ভুয়া নামে ১২টি মোবাইল ফোন ব্যবহার করছিলেন। কিমের সহযোগী অপরাধীরা তাকে যৌন কর্মীদের দিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা, যেমন উপার্জিত অর্থ সংগ্রহ করা এবং রোস্টার বজার রাখা, ইত্যাদি প্রাত্যহিক কাজে সাহায্য করেছে। কর্মীদের অর্থ পরিশোধের সারসংক্ষেপ থেকে কিম তার অপরাধ থেকে কি পরিমাণ অর্থ উপার্জন করেছে তার ধারণা পাওয়া যায় এবং তাকে ২,৫০৯,০০০.০০ অস্ট্রেলিয়ান ডলারের আর্থিক দন্ড প্রদান করা হয়।

‘অর্থের প্রবাহ অনুসরণ’ করার মাধ্যমে তদন্তকারীগণ দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে কিম সরাসরি পতিতালয়ের ব্যবস্থাপনার সাথে এবং পতিতালয়গুলো পরিচালনার উদ্দেশ্যে মানব পাচারের সাথে জড়িত ছিলেন। এই অপরাধগুলো থেকে প্রাপ্ত মুনাফা ট্র্যাক করা হয়, সেইসাথে তার বিলাসবহুল জীবনধারাও। এর মধ্যে মেলবোর্নে তিনটি অ্যাপার্টমেন্ট ও একটি বাড়ি, এবং অডি ৬, মার্সিডিজ বেঞ্জ E500 এবং একটি গ্র্যান্ড জিপ চেরোকিসহ অসংখ্য বিলাসবহুল গাড়ি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই মামলার সফলতার ক্ষেত্রে মূল যে বিষয়গুলোর ভূমিকা ছিল তা হলো প্রত্যেক কর্মী কতজন গ্রাহকের সাথে কাজ করেছে তার উপর ভিত্তি করে তাদের কাছ থেকে কী পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করতে হবে সে সম্পর্কে তার লিখে রাখা ‘নোটগুলোর’ পুনর্গঠন এবং অস্ট্রেলিয়ার আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতা।

২০১৩ সালে মিস কিমকে গ্রেফতার করার সময় তার বিলাসবহুল সাউথব্যাংক অ্যাপার্টমেন্ট থেকে তোলা ছবিতে বহু সারিতে সাজানো সুগন্ধীর বোতল, বিলাসবহুল জুতা, ডিজাইনার হ্যান্ডব্যাগ, এবং দুটি সেফ দেখা যায়।

তার অপরাধলব্ধ ২.৫ মিলিয়ন ডলার সম্পদের মধ্যে তদন্তকারীগণ দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে তিনি প্রাডা পণ্যের জন্য ২০২,০০০ ডলার, গুচি পণ্যের জন্য ১১৫,০০০ ডলার এবং হার্মিস পণ্যের জন্য ২৪,০০০ মার্কিন ডলার ব্যয় করেছিলেন। অ্যাপার্টমেন্টগুলো, বাড়ি ও গাড়িগুলোসহ এই মুনাফা ও সম্পদের সবকিছু শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার *অপরাধলব্ধ সম্পদ আইন* ২০০২ অনুযায়ী জব্দ করা হয়।

সেকশন ৫

সেকশন ৬: আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

দ্রষ্টব্য: আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিষয়ে বিদ্যমান উপকরণগুলোর বিস্তৃতির কথা বিবেচনা করে, কিভাবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা পরিচালনা করতে হবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যাওয়া এই সেকশনের উদ্দেশ্য নয়। কোনো আর্থিক তদন্তকে সহায়তা করার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রক্রিয়াটি কিভাবে সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার করা যায় এটি তার উপর জোর দিবে।

৬.১ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

আন্তর্জাতিক অপরাধ মোকাবেলায় কার্যকরী আন্তর্জাতিক অপরাধ সংক্রান্ত সহযোগিতা প্রক্রিয়া একটি অপরিহার্য টুল, এবং একটি কার্যকরী মানি লন্ডারিং বিরোধী সিস্টেমের এটি একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। আর্থিক তদন্তের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সহায়তা প্রয়োজন হওয়ার প্রধান কারণসমূহ হলো:

- অন্য কোনো বিচারিক ক্ষেত্র থেকে আর্থিক তদন্তের জন্য সহায়ক **প্রমাণাদি** সংগ্রহ করা, এবং
- **অপরাধলব্ধ সম্পদ** এবং/অথবা **অপরাধের সহায়ক উপকরণাদি**, এবং/অথবা পূনর্বাসন বা ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য সম্পদ চিহ্নিত করা, আটক করা, জব্দ করা এবং দেশে ফেরত আনা।

৬.২ আর্থিক তদন্তের সহায়তার উদ্দেশ্যে সাধারণভাবে ব্যবহৃত আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ধরনসমূহ

আন্তর্জাতিক সীমানা ছাড়িয়ে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য কর্মকর্তাদের সাহায্য করতে অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া অনেক বেশি কাজে দেয়। আনুষ্ঠানিকভাবে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য অনুরোধ জানানোর পূর্বে অনানুষ্ঠানিক সহযোগিতা সুবিধাজনক হতে পারে। অনানুষ্ঠানিক সহযোগিতা প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে:

- **এজেন্সির সাথে এজেন্সির যোগাযোগ** (পুলিশের সাথে পুলিশের অথবা FIU নেটওয়ার্কের এর সাথে FIU নেটওয়ার্কের যোগাযোগ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত)
- **ইন্টারপোলের মাধ্যমে যোগাযোগ** (এর মধ্যে রয়েছে কোনো ব্যক্তির অবস্থান শনাক্ত করার জন্য নোটিশ ইস্যু করা, যাতে তার আর্থিক কর্মকান্ড ট্রেস করা যায়)
- **সমঝোতা স্মারক অথবা অনুরুপ কোনো চুক্তি**, এবং
- মানি লন্ডারিং বিরোধী এবং সম্পদ পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত **অনানুষ্ঠানিক নেটওওয়ার্ক।**
  - এই অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে ARIN-AP (এশিয়া প্যাসিফিকের জন্য সম্পদ পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত আন্ত-সংস্থা নেটওয়ার্ক) এর মতো সম্পদ পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত নেটওয়ার্ক, পুলিশের সাথে পুলিশের (পুলিশ লিয়াজো পদসমূহ/ লিগ্যাল অ্যাটাশে), এবং FIU এর সাথে FIU এর যোগাযোগ (এগমন্ট সিকিউর ওয়েবসাইট) ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

পরামর্শ

আপনার দেশ যদি এশিয়া প্যাসিফিকের জন্য সম্পদ পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত আন্ত-সংস্থা নেটওয়ার্ক (ARIN-AP) এর সদস্য না হয়ে থাকে তাহলে সদস্য হওয়ার জন্য উৎসাহিত করুন। ARIN-AP হলো পেশাজীবীদের একটি অনানুষ্ঠানিক নেটওয়ার্ক যা অপরাধীদের তাদের অবৈধ মুনাফা অর্জন থেকে বঞ্চিত করার কাজে সদস্যদেরকে একাধিক সংস্থাগত স্তরে সহযোগিতা করে থাকে।

ARIN-AP এর সদস্যতার জন্য কোনো খরচ নেই। সদস্যতা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলক এবং সদস্য দেশগুলোর জন্য তথ্য প্রদান করার অথবা অনুরোধে সাড়া দেয়ার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

www.arin-ap.org/main.do ঠিকানায় এ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যাবে।

পারস্পরিক আইনি সহায়তা হলো **অন্য কোনো বিচারিক ক্ষেত্র থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করার জন্য** আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারের থেকে সরকারের সহযোগিতা চাওয়ার প্রধান পদ্ধতি। যখন অনানুষ্ঠানিক উপায়ে সহায়তা করা সম্ভব হয় না, যেমন যখন সহায়তা করতে ক্ষমতা প্রয়োগের প্রয়োজন হয়, যেখানে প্রাপ্ত প্রমাণাদি আদালতে দাখিল করা হবে, অথবা অন্য দেশটির কাছে পারস্পরিক আইনি সহায়তার জন্য অনুরোধ জানানো আবশ্যক হয়, তখন পারস্পরিক আইনি সহায়তা প্রয়োজন হয়।

অপরাধী স্থানান্তরযোগ্য কোনো অপরাধের জন্য ফৌজদারি কার্যধারা পরিচালনা অথবা ফৌজদারি দন্ড প্রদানের উদ্দেশ্যে **অপরাধীকে বিচারিক ক্ষেত্রে নিয়ে আসার জন্য** অপরাধী স্থানান্তরের প্রয়োজন হয়। সম্পদ ট্রেস করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত আর্থিক তদন্তে সহায়তা করার জন্যও অপরাধী স্থানান্তর কাজে লাগতে পারে। অন্যান্য ধরনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মধ্যে রয়েছে দন্ডপ্রাপ্ত কারাবন্দীদের স্থানান্তর, বিশেষ তদন্ত কৌশল ব্যবহার করে সহযোগিতা, এবং যৌথভাবে তদন্ত পরিচালনা।

৬.৩ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়সমূহ

আপনার তদন্তে সহায়ক হিসেবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গ্রহণের ক্ষেত্রে মূল যে বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে সেগুলো হলো:

- প্রমাণাদি, অপরাধী, ভুক্তভোগী, অথবা অপরাধলব্ধ সম্পদ অন্য দেশে রয়েছে কিনা তা নিরূপণের জন্য প্রাথমিক অনুসন্ধান করতে অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া ব্যবহার করা।
- আপনার তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জন্য আপনার কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শ করুন, তথ্য শেয়ার করার জন্য উপলব্ধ আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক মাধ্যম সম্পর্কে জানতে FIU, এবং আইনজীবীদের সাথে আপনার তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ে পরামর্শ করুন।
- অন্য দেশের সমকক্ষ সংস্থাগুলোর সাথে প্রাথমিক পর্যায়ে যোগাযোগ করুন। এই যোগাযোগের ফলে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে অনানুষ্ঠানিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ করা যাবে কিনা, নাকি পারস্পরিক আইনি সহায়তা আবশ্যক হবে। এছাড়াও এটি ভবিষ্যতে উত্থাপিত হতে পারে এমন আইনি সমস্যা শনাক্ত করতে সাহায্য করে, এবং পারস্পরিক আইনি সহায়তা চেয়ে অনুরোধ জানানোর পূর্বশর্তগুলো সুস্পষ্ট করবে।
- যদি পারস্পরিক আইনি সহায়তা প্রয়োজন হয়:
  - আপনি যে দেশ থেকে তথ্য পেতে অনুরোধ করছেন তাদের শর্তাদিগুলো পূরণ করুন।
  - আপনি কী অর্জন করতে চাইছেন তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করুন, এবং তা অর্জন করতে আপনি কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন তা উল্লেখ করুন।
    - এর মধ্যে থাকতে পারে সম্পদ শনাক্তকরণ, সুবিধাভোগীর মালিকানা প্রতিষ্ঠিতকরণ, সম্পৃক্ত অপরাধ প্রমাণ করা, এবং সম্পদ জব্দ করা, বাজেয়াপ্ত করা ও দেশে ফেরত আনার চেষ্টা করা, ইত্যাদি।
  - আপনার অনুরোধটি যেন বিস্তৃত হয় এবং যে দেশের নিকট অনুরোধ করেছেন তাদের কাছে চাওয়া সব তথ্য ও ডকুমেন্ট যেন সংযুক্ত থাকে, তা নিশ্চিত করুন।
  - প্রমাণাদি কোন ফরম্যাটে প্রদান করতে হবে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করুন।
  - আপনার অনুরোধে সাড়া দেয়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় দিন (যাকে অনুরোধ করছেন তার সাথে আগেই আলোচনা করে নিন)।
  - যদি আপনি অন্য কোনো দেশে নিবন্ধনকৃত দমন বা বাজেয়াপ্ত করার আদেশ চেয়ে থাকেন, তাহলে নিশ্চিত করুন যেন আপনার আদেশটি সেই দেশের আইন ব্যবস্থার শর্তাদির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়।
- আপনি যে দেশের সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছেন সে দেশের সম্পদ জব্দ ও বাজেয়াপ্ত করার অবকাঠামো সম্পর্কে সচেতন থাকুন এবং জব্দ করা সম্পদ শেয়ার করতে পারার সক্ষমতা সম্পর্কে জানুন।

মানব পাচারের কেসে আর্থিক তদন্তের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ব্যবহারের উদাহরণ:

পুলিশের অন্য কোনো দেশে এমন ব্যাংক রেকর্ড থাকার সন্দেহ হয় যা মানব পাচারের সাথে সম্পৃক্ত কোনো অপরাধীকে বিচারের আওতায় আনতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

অনানুষ্ঠানিক সহযোগিতার মধ্যে থাকতে পারে:
পুলিশ অন্য দেশের পুলিশের সাথে যোগাযোগ করে এবং উক্ত ব্যাংক রেকর্ডের অস্তিত্ব থাকার সত্যতা জানতে চায়।

পুলিশ ব্যাংক রেকর্ডের অস্তিত্ব এবং এর কনটেন্ট নিশ্চিত করে এবং অপরাধীকে অভিযুক্ত করে।

আনুষ্ঠানিক সহযোগিতার মধ্যে থাকতে পারে:
অপরাধী প্রাপ্ত ব্যাংক রেকর্ডের সাথে তার কোনো সম্পৃক্ততা থাকার কথা অস্বীকার করছে। ফলস্বরূপ আইনজীবীদের উক্ত রেকর্ডসমূহ আদালতের কার্যধারা পরিচালনার জন্য ‘দাখিল করার উপযুক্তরূপে’ প্রয়োজন।

ব্যাংক রেকর্ডসমূহ ‘গ্রহণযোগ্য রূপে’ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে সরকারের পক্ষ থেকে অন্য দেশটির কাছে পারস্পরিক আইনি সহায়তা চেয়ে অনুরোধ জানানো।

বিদেশী সরকার ‘গ্রহণযোগ্য রূপে’ রেকর্ড সরবরাহ করে।

পরামর্শ

তদন্তরে প্রাথমকি পর্যায়ইে আপনার কন্দ্রেীয় কর্তৃপক্ষ, আইনজীবী, এবং আপনার FIU এর সাথে পরামর্শ করুন।

পরামর্শ

তদন্তের **প্রাথমিক পর্যায়ে** তথ্য অ্যাক্সেস করার জন্য তথ্য শেয়ারের অনানুষ্ঠানিক মাধ্যম ব্যবহার করুন, কী ধরনের তথ্য পাওয়া যেতে পারে স্পষ্ট করে নিন, প্রাসঙ্গিক বাড়তি তথ্য সংগ্রহ করার সবচেয়ে ভালো উপায় কী হতে পারে নিরূপণ করুন, এবং তথ্য পাওয়ার জন্য যেকোনো আনুষ্ঠানিক অনুরোধ আরো সুনির্দিষ্টভাবে করুন।

সেকশন ৭: নতুন পেমেন্ট পদ্ধতিসমূহ

নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী তুলনামূলক কম খরচে এবং অধিক কার্যকরীভাবে পেমেন্ট করার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। এসব অগ্রগতির ফলে প্রচলিত নগদহীন পেমেন্ট পদ্ধতিগুলোর তুলনায় পরিচয় গোপন রাখার সুযোগ বৃদ্ধির সাথে সাথে মানি লন্ডারিংয়ের ঝুঁকিও সৃষ্টি হচ্ছে। নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে হওয়া লেনদেনসমূহ সাধারণত নিয়ন্ত্রিত আর্থিক ব্যবস্থা বহির্ভূত, অসংখ্য দেশব্যাপী পরিচালিত হতে পারে, এবং বিভিন্ন মাত্রার অসাবধানতার শিকার হতে পারে। এসব কারণে নীতি নির্ধারক এবং তদন্তকারীদের জন্য এগুলো কিভাবে পরিচালিত হয় এবং ফৌজদারি অপরাধের ক্ষেত্রে এগুলো কিভাবে ব্যবহৃত হতে পারে সে সম্পর্কে সচেতন থাকা গুরুত্বপূর্ণ। নতুন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হওয়া কিছু সাধারণ পেমেন্ট পদ্ধতি হলো:

স্মার্ট কার্ড (অর্থ সঞ্চিত রাখা কার্ড)
এমন একটি মাইক্রোচিপযুক্ত প্লাস্টিক কার্ড যা দেখতে ক্রেডিট কার্ডের মতো, যা নগদ পেমেন্টের জন্য ব্যবহার করা যায়, ফলে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পৃক্ত করা যায় না এমন কেনাকাটা করার সুযোগ থাকে—অর্থাৎ এটি একটি রিলোডযোগ্য প্রিপেইড কার্ড যাতে একটি সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত নদগ অর্থ লোড করে নেয়া যায়, অনলাইনে নিবন্ধিত না করে নগদ অর্থের মতোই ব্যবহার করা যায়, এটিএম (ATM) থেকে নগদ অর্থ উত্তোলন করতে ব্যবহার করা যায় এবং কিছু কিছু অনলাইন কেনাকাটা এবং স্টোর থেকে কেনাকাটার জন্য ব্যবহার করা যায়, এবং কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সাথে সংযুক্ত থাকে না।

পেপ্যাল পেমেন্ট
একটি অনলাইন 'ডিজিটাল ওয়ালেট' যা গ্রাহকদের ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং/অথবা পেপ্যাল অ্যাকাউন্ট থেকে অন্য পেপ্যাল ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্টে অর্থ প্রেরণ করে, ক্রেতা ও বিক্রেতারা অনলাইনে, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে, অথবা স্টোরে উপস্থিত থেকে (কিছু কিছু দেশে) পেমেন্ট পাঠাতে ও গ্রহণ করতে পারে।

ক্রিপ্টোকারেন্সি (যেমন বিটকয়েন)
একটি ভার্চুয়াল মুদ্রা যা ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাইরে পরিচালিত হয়। সরাসরি ব্যবহারকারীদের মধ্যে ব্যবহারকারীর পরিচয়ের তথ্য শেয়ার করা ছাড়াই লেনদেন সম্পন্ন হয়। এটি বেনামীভাবে লেনদেন করার সুযোগ দেয় যা একটি জটিল সিকিউরিটি কোডের মাধ্যমে সুরক্ষিত থাকে। মুদ্রা উৎপাদনকারী অথবা লেনদেন যাচাইকারী কোনো কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ নেই।

মোবাইল ফোন পেমেন্ট
মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পেমেন্টের ক্ষেত্রে একটি টেলিকম অপারেটর পেমেন্ট অনুমোদন, পরিশোধ ও মীমাংসার জন্য পেমেন্ট মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে। যেখানে প্রচলিত ব্যাংকিং পরিষেবা অনুপস্থিত বা সীমিত সেখানে এসব পেমেন্ট পদ্ধতি অধিক প্রচলিত। এধরনের পেমেন্টের ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত অর্থ ফোন অ্যাকাউন্টের বিপরীতে চার্জ করা হতে পারে অথবা পূর্বে পরিশোধ করতে হতে পারে, অথবা সিম (SIM) কার্ডে সংরক্ষিত থাকতে পারে। মোবাইল ফোন ও স্মার্ট ডিভাইস প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে এসব ডিভাইসের মাধ্যমে কার্ড বা প্রচলিত ব্যাংক ট্রান্সফার ব্যবহার করা ছাড়াই রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন (RFID), নিয়ার ফিল্ড কমিউনিকেশন (NFC) অথবা অনুরূপ প্রযুক্তি ব্যবহার করে পেমেন্ট করা সম্ভব হচ্ছে। অ্যাপল পে এবং গুগল ওয়ালেট হলো এই প্রযুক্তির উদাহরণ।

ইন্টারনেট ব্যাংকিং এবং পেমেন্ট পদ্ধতিসমূহ
ইন্টারনেটের উন্নতির ফলে এমন পেমেন্ট পরিষেবাগুলো সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়েছে যেগুলো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অথবা শুধু ইন্টারনেট ভিত্তিক নন-ব্যাংক সংস্থাগুলোর সরবরাহকৃত পেমেন্ট পরিষেবা থেকে অর্থ স্থানান্তর করার জন্য ইন্টারনেটের উপর নির্ভরশীল। এই পরিষেবাগুলো কাস্টমার ডিউ ডিলিজেন্স (CDD) এবং নো ইয়োর কাস্টমার (KYC) সংক্রান্ত বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসৃত হয়না এমন দেশগুলোতে থাকা ক্রেডিট কার্ড বা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে কম্পিউটার বা স্মার্ট ডিভাইসের মাধ্যমে পেমেন্ট করতে পারার ঝুঁকি বৃদ্ধি করে।

পরামর্শ

অর্থ স্থানান্তর করতে পারার নতুন প্রযুক্তসিমূহরে কার্যকারতিা সম্পর্কে সচতেন থাকুন। এই পমেন্টে পদ্ধতগিুলো ার বষিয়ে তদন্ত করার ক্ষত্রেে আপনার FIU এর পরামর্শ ননি।

সেকশন ৮: পরামর্শসমূহের সারসংক্ষেপ

- ✓ সমন্বিত মানি লন্ডারিং বিরোধী আইন প্রণয়ন করুন।
- ✓ অর্থ পাচার ও সম্পৃক্ত অপরাধ পৃথকভাবে বিচার করা নিশ্চিত করুন।
- ✓ দন্ডাজ্ঞাহীন অবস্থায় বাজেয়াপ্তকরণ প্রতিষ্ঠা করুন।
- ✓ মানব পাচারসহ আর্থিক লাভের সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাধের ব্যাপারে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর করা সকল রুটিন অনুসন্ধানের পাশাপাশি আর্থিক তদন্ত পরিচালিত হওয়া নিশ্চিত করতে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।
- ✓ মানব পাচারের নেটওয়ার্কগুলোতে পাচারকে ব্যাহত করার জন্য পুনরুদ্ধারকৃত সম্পদ ও অর্থ পাচারের অপরাধের ব্যবহারের পরিসংখ্যান সংগ্রহ করুন। মানব পাচারের কেসগুলোতে আপনার স্টেটের সাড়াদানের জন্য এগুলোকে পারফরম্যান্স সূচক হিসেবে বিবেচনা করুন।
- ✓ মানব পাচার সংক্রান্ত তদন্তের ক্ষেত্রে আপনার সংস্থার সকল স্তরে 'অর্থের প্রবাহ অনুসরণ' পদ্ধতি বেছে নিতে উৎসাহিত করার জন্য উচ্চ-স্তরের সহায়তা প্রদর্শন করুন।
- ✓ নিশ্চিত করুন যে আপনার দেশীয় অবকাঠামোয় মানি লন্ডারিংয়ের কেসগুলোর ক্ষেত্রে বৃহৎ পরিসরে পারস্পরিক আইনি সহায়তার সুযোগ রয়েছে, এবং আপনার দেশীয় আইন অনুসারে মানি লন্ডারিং একটি বিচারযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়।
- ✓ অপরাধগুলোর পূর্ণ তদন্ত নিশ্চিত করতে আপনার তদন্তে প্রাসঙ্গিক সব সংস্থাগুলোর দক্ষ ব্যক্তিদের (তদন্তকারী, FIUs, এবং আইনজীবী) সাহায্য নেয়া নিশ্চিত করুন।
- ✓ আপনার তদন্ত চলাকালীন সময়ে আপনি যে আর্থিক তথ্য সংগ্রহ করেছেন তার ট্র্যাক রাখার জন্য একটি কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্যবহার করুন।
- ✓ তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে আপনাকে যে আইনি বাধ্যবাধকতাসমূহ মেনে কাজ করতে হবে (যেমন মানবাধিকার, গোপনীয়তা, ডাটা সুরক্ষা এবং গোপনীয়তা সংক্রান্ত আবশ্যিকতাসমূহ) সেগুলো বিবেচনায় নিয়েছেন তা নিশ্চিত করুন।
- ✓ আপনার তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ে তথ্য শেয়ার করার অনানুষ্ঠানিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করুন। আর্থিক তথ্য শেয়ার করার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করুন। আপনার দেশ যদি এশিয়া প্যাসিফিকের জন্য সম্পদ পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত আন্ত-সংস্থা নেটওয়ার্ক (ARIN-AP) এর সদস্য না হয়ে থাকে তাহলে সদস্য হওয়ার জন্য উৎসাহিত করুন।
- ✓ আপনার তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ে আপনার FIU এবং আপনার কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের সাথে সংশ্লিষ্টতা বজায় রাখুন।
- ✓ অর্থ স্থানান্তর করতে পারার নতুন প্রযুক্তিসমূহের কার্যকারিতা সম্পর্কে সচেতন থাকুন। এই পমেন্টে পদ্ধতিগুলো ার বিষয়ে তদন্ত করার ক্ষেত্রে আপনার FIU এর পরামর্শ নিন।

বালি প্রক্রিয়া

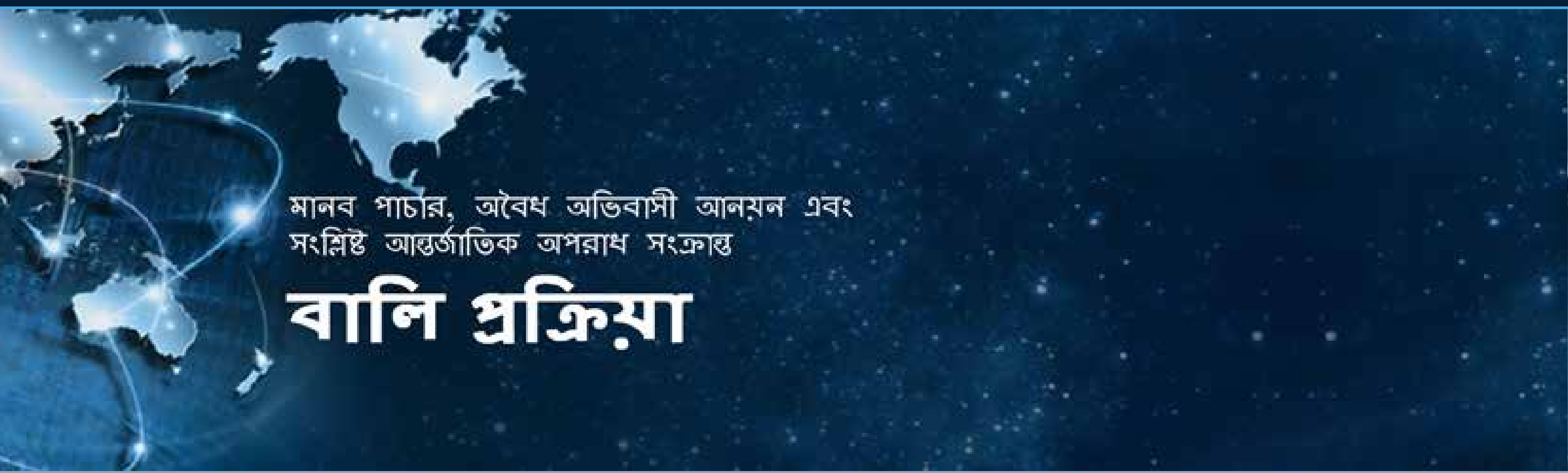
মানব পাচার, অবৈধ অভিবাসী আনয়ন এবং
সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক অপরাধ সংক্রান্ত
বালি প্রক্রিয়া